সংগ্রামী হাতিয়ার

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র

অক্টোবর-নভেম্বর, ২০১৯ ■ ৪৮তম বর্ষ ■ ষষ্ঠ-সপ্তম সংখ্যা ■ মূল্য দু'টাকা

২৭ নভেম্বর ২০১৯

'রোপা রুলস্ ২০১৯' এর প্রতিবাদে

কর্মচারী-শিক্ষকদের সুবিশাল সমাবেশ

সমাবেশে প্রধান বক্তা বাম পরিষদীয় দলনেতা ড. সুজন চক্রবর্তী

সুকুমার পাইন (এবিটিএ)

বিজয় শংকর সিংহ

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবিত্ত রাজ্য সরকারি কর্মচারী আন্দোলনের ইতিহাসে এমন একটি সংগঠন যারা জন্মলগ্ন থেকে কোনো দিন নীতিগত প্রশ্নে মাথানত করেনি, করবেও না। কর্মচারীর স্বার্থরক্ষায় আপসহীন লড়াইয়ের প্রশ্নে সমস্ত বাধাকে অতিক্রম করেই সংগঠন এগিয়ে চলেছে, আগামীতেও অধিকার রক্ষার প্রশ্নে পথে নেমে আন্দোলন সংগ্রাম কর্মসূচীতে সামিল হবে পশ্চিমবঙ্গের কর্মচারী সমাজ। ষষ্ঠ বেতন কমিশনের নিষ্ঠুর বঞ্চনার প্রতিবাদে রাজ্যের শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী, বোর্ড-কর্পোরেশন ও পঞ্চায়েত কর্মচারীদের আহ্বানে ৮-দফা দাবিতে বিগত ২৭ নভেম্বর ২০১৯ কলকাতায় রানী রাসমণি রোডে কেন্দ্রীয় জমায়েত ও অবস্থান কর্মসূচীতে বক্তব্যে রাখতে গিয়ে উপরোক্ত কথাগুলি বলেন, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিজয় শঙ্কর সিংহ।

এদিন রানী রাসমণি রোডের এই বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজক সংগঠনসমূহ ছিল রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি, এবিটিএ, এবিপিটিএ, পশ্চিমবঙ্গ কলেজ শিক্ষাকর্মী ইউনিয়ন, জেসিএ অব ইউনির্ভাসিটি এমপ্লয়িজ, কে এম ডি এ এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন, অল বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, যুক্ত কমিটি, স্টিয়ারিং কমিটি, জয়েন্ট কাউন্সিল ও অন্যান্য বামপন্থী কর্মচারী ও শিক্ষক সংগঠন।

● ষষ্ঠ বেতন কমিশনের সুপারিশ সংক্রান্ত রিপোর্ট সংগঠনগুলিকে প্রদান ● বেতন কমিশনের অসঙ্গতি সমূহ দুরীকরণ ও বাড়িভাড়া ভাতা পূর্বের ন্যায় ১৫ শতাংশ হারে প্রদান করতে হবে। ০১-০১-২০১৬ থেকেই সংশোধিত বেতনের আর্থিক সুবিধা প্রদান করতে হবে। ● সংশোধিত বেতন কাঠামোর সঙ্গে প্রাপ্য মহার্ঘভাতা দিতে হবে ● ন্যূনতম বেতন ১৮ হাজার টাকা করতে হবে ● ০১-০১-২০১৬ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পেনশনার্সদের পেনশনের বাস্তবসম্মত সমতা বিধান করতে হবে ● চুক্তিতে ও অস্থায়ী প্রথায় নিযুক্ত কর্মীদের নিয়মিতকরণ সাপেক্ষে সমকাজে সমবেতন দিত হবে ● রাজ্য প্রশাসন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পৌরসভা, পঞ্চায়েতসহ সরকারি বিধিবদ্ধ সংস্থাগুলির সর্বস্তরে শূন্যপদে স্থায়ী নিয়োগ করতে হবে ● ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার ও ধর্মঘটের অধিকার সুনিশ্চিত করতে হবে—এই ৮ দফা দাবিতে এদিনের সমাবেশে প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবিটিএ-র সাধারণ সম্পাদক সুকুমার পাইন। দাবি প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন এবিপিটিএ-র পক্ষে মোহনদাস পণ্ডিত, যুক্ত কমিটির পক্ষে তাপস ত্রিপাঠী,

▶▶ ষষ্ঠ পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমে

অতিরিক্ত মুখ্যসচিব সমীপে পেনশনার্স সমিতির পত্র

Ref. No. : 67/Pen-33/Samity/2019 Dated : 08-11-2019

To
Shri H.K. Dwivedi, IAS
Additional Cheief Secretary to the Govt. of West Bengal
Finance Department
NABANNA

Subject : Minimising difference in amount of Pension between pre 01-01-2016 Pensioners and post 01-01-2016 pensioners.

Reference : Memo No. 535-F (Pen) and No. 536-F (Pen) both dt. 01-10-2019.

Sir,

With due respect, we like to draw your kind attention to the fact that there will be a gross difference in amount of Pension between pre 01-01-2016 pensioners and post 01-01-2016 pensioners by implementation of ROPA 2019 in terms of the memorandum under reference. Such difference or non-equity will cause much deprivation to the pre 01-01-2016 pensioners and family pensioners and therefore it is not desirable also from the humanitarian as well as financial point of view.

It may be mentioned here that in earlier occasion i.e. in ROPA 2009 as per recommendation of the 5th State Pay Commission an additional boosting of 40% was awarded to the pre 01-01-2006 pensioners to reduce such disparity. Further, according to the recommendations of 7th Central Pay Commission the Central Govt. has taken several measures towards protection of interest of old pensioners.

In view of the above situation we would earnestly request you to consider the matter sympathetically and take suitable steps to minimise the difference of pension between two categories of pensioners and family pensioners as stated above.

We are eager to have a discussion over the issue and allied matters with you or your representative at your convenience. An early affirmative action from your end is highly expected.

Dated : 8th Nov. 2019

Thanking you,
Yours faithfully
(Satya Basu)
General Secretary

৮ জানুয়ারি ধর্মঘটের সমর্থনে সাধারণ সম্পাদকের বিবৃতি

আগামী ৮ জানুয়ারি, ২০২০, কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের মোদি সরকারের জনবিরোধী নীতিসমূহের প্রতিবাদে, ১২ দফা দাবিতে সর্বভারতীয় সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারী কর্মচারী, ব্যাঙ্ক, বীমা ও বি এস এন এল, প্রতিরক্ষা সহ বিভিন্ন পরিষেবা ক্ষেত্রের শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রতিনিধিত্বকারী সর্বভারতীয় ফেডারেশনগুলি সাধারণ ধর্মঘটের ডাককে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন রাজ্যভিত্তিক ট্রেড ইউনিয়ন ও ফেডারেশনগুলিও প্রস্তাবিত ধর্মঘটের প্রতি সংহতি জ্ঞাপন করে সক্রিয় অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এক কথায় দেশের সংগঠিত ও অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক-কর্মচারীদের সিংহভাগ অংশই আসন্ন ধর্মঘটে অংশগ্রহণের প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী অবস্থান গ্রহণ করেছে মাত্র দুটি সংগঠন। একটি আর এস এস পরিচালিত এবং বি জে পি-র সহোদর ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন বি এম এস। অপরটি হল, এ রাজ্যের শাসকদলের বশংবদ ট্রেড ইউনিয়ন আই এন টি টি ইউ সি। বি জে পি কেন্দ্রে ক্ষমতায় রয়েছে। তাই বি এম এস-র ধর্মঘটে অংশগ্রহণ না করার রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা বোঝা যায়। কিন্তু এ রাজ্যের শাসকদল প্রতিনিয়ত কেন্দ্রীয় সরকারের বিরোধিতার ভান করলেও, কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে আহূত ধর্মঘটে তাদের ট্রেড ইউনিয়ন অংশগ্রহণ তো করেই না, এমনকি কলে-কারখানার ধর্মঘট ভাঙার জন্য শাসকদলের গুণ্ডাবাহিনীর ভূমিকা পালন করে। এটি সীমাহীন রাজনৈতিক দ্বি-চারিতার নিদর্শন।

এবারের ধর্মঘট নয়া উদারবাদী অর্থনীতির বিরুদ্ধে আহূত ১৯তম সর্বভারতীয় ধর্মঘট। ১৮তম ধর্মঘটটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল এই বছরের জানুয়ারি মাসের ৮ ও ৯ তারিখে। যে ১২ দফা দাবিতে ১৮তম ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়েছিল, এবারেও সেই একই দাবি নিয়ে ধর্মঘট হবে। দাবিসনদ অপরিবর্তিত থাকার কারণই হল কেন্দ্রীয় সরকার গত এক বছরে কোনো দাবিই বিবেচনা করেনি। উপরন্তু এই সময়কালে আর্থ-সামাজিক সঙ্কট আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি বৃদ্ধি পেয়েছে আন্তর্জাতিক লগ্নীপুঁজি ও কর্পোরেট পুঁজিকে সেবা করার মোদি সরকারের মরিয়া মনোভাব। স্বভাবতই আসন্ন ধর্মঘটকে সফল করতে সারা দেশের শ্রমিক-কর্মচারী সহ খেটে খাওয়া মানুষ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আমাদের রাজ্যেও এই ধর্মঘটকে সফল করার উদ্যোগ গ্রহণ করছে আহ্বায়ক সংগঠনগুলি। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটিও দেশের শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থে আহূত এই ধর্মঘটকে সফল করার জন্য প্রশাসনের অভ্যন্তরে ব্যাপক প্রচার প্রস্তুতি গড়ে তুলবে। রাজ্য সরকারী কর্মচারী বন্ধুরা কেন্দ্রীয় নীতির বাইরেও রাজ্য সরকার বেতন কমিশন ও মহার্ঘভাতা নিয়ে যে বঞ্চনা করে চলেছে, তারও যোগ্য জবাব দেবে এই ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে। বেতন কাটা, ডাইস-নন আর বদলির জুজু দেখিয়ে কর্মচারী-বন্ধুদের ধর্মঘট থেকে আর দূরে রাখা যাবে না। আগামী ৮ জানুয়ারি সারা দেশের জীবনযাত্রা যেমন স্তব্ধ হবে, তেমনই স্তব্ধ হবে রাজ্য প্রশাসনও। □

সম্পাদকীয়

আসন্ন উনবিংশতিতম রাজ্য সম্মেলন প্রসঙ্গে

পশ্চিমবাংলার রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের সর্ববৃহৎ এবংঐতিহ্যবাহী সংগঠন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির উনবিংশতিতম রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে আগামী ২৫-২৭ ডিসেম্বর, ২০১৯ নব গঠিত পূর্ব বর্ধমান জেলার বর্ধমান শহরে। বর্ধমান শহরের বুকে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির এটি দ্বিতীয় রাজ্য সম্মেলন। এর আগে সংগঠনের দশম রাজ্য সম্মেলনও (১৯৯২) অনুষ্ঠিত হয়েছিল বর্ধমানেই। একই জেলায় অথবা শহরে একাধিক বার রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়া কোন অস্বাভাবিক বিষয়তো নয়ই, বরং স্বাভাবিক। তবুও বিষয়টির উল্লেখ করতে হ'ল কারণ, লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, দশম রাজ্য সম্মেলনের সমকালিন সময় এবং উনবিংশতিতম রাজ্য সম্মেলনের সমকালিন সময় অর্থাৎ বর্তমান সময়ের মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ যোগসূত্র রয়েছে, যা উল্লেখের দাবি রাখে। প্রায় আড়াই দশকের ব্যবধানে অনুষ্ঠিত দুটি রাজ্য সম্মেলনের মধ্যে যোগসূত্রগুলিই সম্ভবত এবারের সম্মেলনে আলোচ্য বিষয়ের কেন্দ্রীয় শলাকা হিসেবে কাজ করবে।

১৯৯২ সালে যখন দশম রাজ্য সম্মেলন বর্ধমান শহরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তখন এদেশের অর্থনীতিতে নয়া উদারবাদী সংস্কার প্রক্রিয়া সবেমাত্র তার পথচলা শুরু করেছে। আর আজ একই শহরে যখন উনবিংশতিতম রাজ্য সম্মেলন আয়োজনের চূড়ান্ত প্রস্তুতি চলছে, তখন নয়া উদারবাদী সংস্কার প্রক্রিয়া মহাসংকটের গহ্বরে মুখ থুবড়ে পড়েছে। নব্বই দশকের গোড়ায় সেই সময়ে উদারীকরণ, বেসরকারীকরণ ও বিশ্বায়ন-কে দেশীয় অর্থনীতির সর্বরোগহর দাওয়াই এর একটি আকর্ষণীয় প্যাকেজ হিসেবে হাজির করা হয়েছিল। যে কোন পণ্য, তা দেশের অভ্যন্তরে যত উন্নতমানের প্রস্তুত করার সুযোগেই থাকুক না কেন, ঐ একই পণ্য বিদেশ থেকে 'ইম্পোর্টেড' লেবেল লাগিয়ে বাজারে এলে, পরখ না করেই সাধারণ মানুষ যেমন তার প্রতি অতিরিক্ত আকর্ষণ অনুভব করেন (এমনকি প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে বিদেশী পণ্য বর্জনের ডাক দেওয়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উত্তাল সময়েও এই ভাবনা যে সাধারণ মানুষের অবচেতন মনে ছিল না, তা জোর দিয়ে বলা যাবে না), ঠিক তেমনই স্বাধীনতা উত্তর ভারতে নেহেরু-প্রশান্ত মহলানবিশের যৌথ ভাবনার ফসল যে পরিকল্পিত অর্থনীতি, তাকে দেশীয় পণ্যের মতন বাতিল করে, লিবারালাইজেশন, প্রাইভেটাইজেশন ও গ্লোবালাইজেশন (এলপিজি) কে একটি 'ইম্পোর্টেড' আকর্ষণীয় পণ্য হিসেবে হাজির করা হয়েছিল। নেহেরু-মহলানবিশ প্রণীত পরিকল্পিত মিশ্র অর্থনীতির মডেলটির গায়ে কিছুটা সমাজতান্ত্রিক ফ্লেভার থাকলেও, চরিত্র এবং কাঠামোর দিক থেকে এটি ছিল পুঁজিবাদী অর্থনীতিরই মডেল। যার আবার সামন্ততন্ত্রের সাথে কুস্তি নয়, দোস্তি ছিল। ফলে সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্খার সাথে বাস্তবের এক দুস্তর ব্যবধান গড়ে উঠেছিল। অর্থাৎ গুণমানের দিক থেকে দেশীয় 'পণ্য' তখন সাধারণ মানুষের চাহিদাকে তৃপ্ত করতে পারছে না। স্বভাবতই 'এলপিজি' নামক বিদেশী পণ্যটিকে নিয়ে যখন ধুন্ধুমার বিজ্ঞাপন শুরু হল, মানুষের মনেও তখন হাতবাড়িয়ে একে পরখ করে দেখার বাসনা উঁকি মারতে শুরু করল। এক কথায় জওহর লাল নেহেরু তো বটেই এমনকি তাঁর কন্যা ইন্দিরা গান্ধীকেও (যেহেতু তিনি ব্যাঙ্ক ও কয়লা শিল্পের জাতীয়করণ করেছিলেন) তখন সমালোচনার কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়ে গেছে। আর নরসিমহা রাও-মনমোহন সিং তখন মসীহা। কিন্তু উনবিংশতিতম রাজ্য সম্মেলন যখন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে, তখন ঐ 'এলপিজি' নামক আকর্ষণীয় ইম্পোর্টেড পণ্যটির ওপরের রঙিন মোড়কটি তো ছিঁড়ে গেছেই, এমনকি এর গুণমান নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। মিশ্র অর্থনীতি নামক দেশীয় পণ্যটি একাংশের (সংখ্যা গরিষ্ঠ অংশ) মানুষের আশা-আকাঙ্খা পূরণ করতে পারে নি, একথা যেমন ঠিক, তেমনই একথাও আজ স্পষ্ট যে বিদেশী পণ্যটির কার্যকারিতা এই প্রশ্নে আরও খারাপ। এমনকি যে মধ্যবিত্তের ভোগের আকাঙ্খা উসকে দিয়েছিল 'এল পি জি' এবং যার ফলে উচ্চবিত্তের গোষ্ঠীভুক্ত হওয়ার মতন একটা আর্থ-সামাজিক সিঁড়ির মরীচিকা মধ্যবিত্তের চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল, আজ তাও অনেকাংশের উধাও হয়ে গেছে। ফলে আজ আবার প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, নেহেরুবাদী মডেলের অর্থনীতি বা মিশ্র অর্থনীতিই কি মন্দের ভাল ছিল না?

দশম রাজ্য সম্মেলনের সমকালিন সময়ে, যখন নয়া উদারবাদ এদেশে সবেমাত্র যাত্রা শুরু করেছে, সেই সময়ে নয়া উদারবাদী অর্থনীতি বা আন্তর্জাতিক লগ্নীপুঁজি নির্দেশিত আর্থিক নীতি, কোন একটি দেশের অভ্যন্তরে সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকার প্রশ্নে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে, সারা বিশ্বে সে সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা ছিল খুবই সীমিত। মূলত লাতিন আমেরিকা ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার কয়েকটি ক্ষুদ্র দেশে বিভিন্ন সমস্যা ও সংকটের কথা উঠে আসছিল। কিন্তু একটা ব্যবস্থা হিসেবেই যে এটা ব্যর্থ হতে বাধ্য, তেমনটা প্রতিভাত হওয়ার মতন পর্যায়ে তখনও নয়া উদারবাদ পৌঁছয় নি। কিন্তু উনবিংশতিতম রাজ্য সম্মেলন যখন অনুষ্ঠিত হচ্ছে, তখন নয়া উদারবাদের সংকটের থাবা সারা বিশ্বকেই গ্রাস করেছে। এমনকি এর আঁতুর ঘর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা ব্রিটেনও এই সংকটের বৃত্তের বাইরে নেই।

বর্ধমান জেলায় দশম রাজ্য সম্মেলন যখন অনুষ্ঠিত হচ্ছিল, তখন ছিল আন্তর্জাতিক লগ্নীপুঁজি ও কর্পোরেট পুঁজির পরিকল্পনার প্রাথমিক স্তর। প্রাথমিক স্তরের পরিকল্পনাটি হল, দেশ পরিচালনার প্রশ্নে বা সরকার গঠনের প্রশ্নে রাজনৈতিক বিন্যাসের সম্পূর্ণ পরিবর্তন না ঘটিয়ে, গুরুত্বপূর্ণ পদের জন্য এমন কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে বেছে নেওয়া, যাঁদের দলীয় রাজনীতির দীর্ঘ পরম্পরাকে অনুসরণ করার কোন তাগিদ নেই, বরং অনেক বেশী আগ্রহ রয়েছে লগ্নীপুঁজির স্বার্থকে চরিতার্থ করার প্রতি। ডঃ মনমোহন সিং, যিনি কখনই জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতা ছিলেন না তাঁকে অর্থমন্ত্রীর মতন গুরুত্বপূর্ণ একটি পদের জন্য বেছে নেওয়া বা মন্টেক সিং আলুওয়ালিয়াকে পরিকল্পনা কমিশনের চেয়ারম্যান করার পিছনে উদ্দেশ্য ছিল এটাই। কিন্তু উনবিংশতিতম রাজ্য সম্মেলন যখন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে, তখন আন্তর্জাতিক লগ্নী পুঁজি ও কর্পোরেট পুঁজির পরিকল্পনা প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চতর স্তরে উন্নীত হয়েছে। এখন আর শুধু বাছাই করা ব্যক্তি নয়, সম্পূর্ণ রাজনৈতিক বিন্যাসটার পরিবর্তন ঘটানো হচ্ছে। জাতীয় কংগ্রেসের পরিবর্তে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতি কর্পোরেট লবির পূর্ণ সমর্থনের মধ্য দিয়েই যা প্রমাণিত হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশেও সোশ্যাল-ডেমোক্রেটিক রাজনৈতিক দল বা ট্র্যাডিশনাল দক্ষিণপন্থী দলের পরিবর্তে অতি দক্ষিণপন্থী বা নিও ফ্যাসিস্ট শক্তিকে ক্ষমতার কেন্দ্রে নিয়ে আসার ঘটনা ঘটছে।

একই শহরে ২৭ বছরের ব্যবধানে অনুষ্ঠিত দুটি রাজ্য সম্মেলনের সমকালিন সময়ের বিভিন্ন উপাদানের উল্লিখিত তুলনামূলক বৈসাদৃশ্যের পাশাপাশি একটি উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্যও রয়েছে। যা সম্মেলনের মঞ্চে সমগ্র আলোচনার একটি কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে উঠে আসবে। সাদৃশ্যটি হল, বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নগুলি ও জাতীয় ফেডারেশনগুলির নেতৃত্বে শ্রমিক-কর্মচারী তথা শ্রমজীবী মানুষের ধারাবাহিক লড়াই-সংগ্রাম ও ধর্মঘট। ১৯৯২ সালে দশম রাজ্য সম্মেলন যখন অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তার আগেই 'এল পি জি' নীতির বিরুদ্ধে দুটি সর্বভারতীয় ধর্মঘটে (১৯৯১, ১৯৯২) অংশগ্রহণ করে ফেলেছেন দেশের শ্রমজীবী মানুষ। লড়াইয়ের অভিমুখ ছিল তখন তৃতীয় সর্বভারতীয় ধর্মঘটের দিকে (১৯৯৩)। একইভাবে উনবিংশতিতম রাজ্য সম্মেলনে যখন আমরা মিলিত হব, তখন এ দেশের শ্রমজীবী মানুষ অষ্টাদশ সর্বভারতীয় ধর্মঘট (২০১৯) সাফল্যের সাথে প্রতিপালন করে, উনবিংশতিতম ধর্মঘটের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। তবে এই আপাত সাদৃশ্যের মধ্যে একটা ইতিবাচক পার্থক্যও রয়েছে। পার্থক্যটি হল, দশম রাজ্য সম্মেলনের সমকালিন সময়ে সর্বভারতীয় ধর্মঘটের আহ্বায়ক ছিল শুধুমাত্র বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন ও ফেডারেশনগুলি। কিন্তু উনবিংশতিতম রাজ্য সম্মেলনের সমকালিন সময়ে ধর্মঘটসহ সর্বভারতীয় আন্দোলন সংগ্রাম বা রাজ্য ভিত্তিক আন্দোলনের কর্মসূচী এমনকি স্থানিক প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে অবামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন বা ফেডারেশনগুলিও সামিল হচ্ছে। এমনকি সর্বভারতীয় স্তরে কোন কোন সংগঠন রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার কারণে দূরে সরে থাকলেও, ধর্মঘটসহ যৌথ আন্দোলনের সক্রিয় বিরোধিতা করতে পারছে না।

১৯৯২ সালে দশম রাজ্য সম্মেলনের কিছু দিন আগেই উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যায় পাঁচশো বছরের পুরোনো বাবরি মসজিদকে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়ে, এদেশের বুকে হিন্দুত্ববাদের নয়া উদ্যোমে পদচারণা শুরু হয়েছিল। পৌরাণিক চরিত্র রামচন্দ্র বাবরি মসজিদের জমিতেই ভূমিষ্ট হয়েছিলেন, ফলে ওখানেই রামমন্দির তৈরী করতে দিতে হবে— হিন্দুত্ববাদীদের এই রাজনৈতিক এজেন্ডা তারপর দীর্ঘ ২৭ বছর ধরে এদেশের রাজনীতিকে অনেকাংশেই নিয়ন্ত্রণ করেছে। অদ্ভুত সমাপতন হল, এতদিন ধরে জিইয়ে থাকা বিতর্ক একটা মীমাংসার জায়গায়, সুপ্রীম কোর্টের হস্তক্ষেপের মাধ্যমে পৌঁছালো, ঠিক তখনই যখন সেই বর্ধমান শহরেই সংগঠনের আরও একটি রাজ্য সম্মেলন হচ্ছে। তবে দেশের সর্বোচ্চ বিচারালয় মীমাংসা সূত্র নির্ধারণ করতে গিয়ে হিন্দুত্ববাদীদের একটি অনৈতিহাসিক মনগড়া দাবিকে স্বীকৃতি দিয়ে দিল। হিন্দুত্ববাদীদের রাজনৈতিক এজেন্ডা ও হিন্দু ধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষের বিশ্বাসকে (যদিও এমন কোন সমীক্ষা সারা দেশে কখনই হয়নি যে, হিন্দু ধর্মের মানুষের কত অংশ বিশ্বাস করেন যে রামচন্দ্র সত্যিই সশরীরে ছিলেন এবং তাঁর জন্ম ঠিক বাবরি মসজিদের জমিতেই হয়েছিল) একাকার করে সুপ্রীম কোর্ট যে রায় দিয়েছে, তা বহু চিন্তাশীল এবং ধর্মনিরপেক্ষ মানুষকে খুশি করতে পারেনি। বরং ধর্মকে ব্যবহার করে রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার, বিষটি আইনী মান্যতা পেয়ে গেল।

সর্বোপরি দশম রাজ্য সম্মেলন যখন বর্ধমান শহরে হয়, তখন রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার। রাজ্য সরকারী কর্মচারী সহ শ্রমজীবী মানুষের জীবন-জীবিকাকে নয়া উদারবাদের আক্রমণ থেকে বিঁধে যতদূর সম্ভব রক্ষা করার চেষ্টা করছে। আর আজ আবার সেই বর্ধমান শহরেই যখন আমরা মিলিত হব, তখন আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য মাথার ওপর সেই ছাতাটা আর নেই। এখন নয়া উদারবাদের আক্রমণ সরাসরি এসে বিঁধছে সর্বস্তরের খেটে খাওয়া মানুষের জীবন ও জীবিকাকে। উপরন্তু মানুষের প্রতিবাদ প্রতিরোধের লড়াইকে দুর্বল করার জন্য বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা এবং রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে।

সামগ্রিক এই প্রেক্ষাপটই নির্ধারণ করবে আসন্ন উনবিংশতিতম রাজ্য সম্মেলনের মর্মবস্তুকে। আগামী দিনে চলার পথকে চিহ্নিত করবে। □

১২ ডিসেম্বর, ২০১৯

শোক সংবাদ

গুরুদাস দাশগুপ্ত

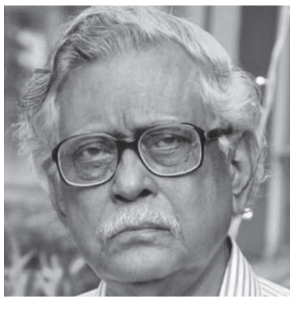

দেশের প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক, ক্ষুরধার সাংসদ, সিপিআই-এর প্রাক্তন উপ সাধারণ সম্পাদক গুরুদাস দাশগুপ্ত গত ৩১ অক্টোবর চেতলার নিজ বাসভবনে ৮৩ বছর বয়সে প্রয়াত হন। তিনি দীর্ঘদিন বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় আক্রান্ত ছিলেন।

জন্ম ১৯৩৬ সালের ৩ নভেম্বর অবিভক্ত বাংলাদেশের বরিশাল জেলায়। পিতা দুর্গাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত ও মাতা নীহার দেবী। আশুতোষ কলেজ থেকে স্নাতক ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাণিজ্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৫২ সালে তিনি সি পি আই-এর সদস্য হন। ১৯৫৪ সালে বি পি এস এফ-র সাধারণ সম্পাদক হন। ১৯৮৫ সালে রাজ্যসভায় প্রথমবার সাংসদ ও ১৯৮৮ সালে দ্বিতীয়বার ও ১৯৯৪ সালে তৃতীয়বার নির্বাচিত হন। ২০০৪ সালে পাঁশকুড়া ও পরে ঘাটাল থেকে লোকসভার সাংসদ নির্বাচিত হন। সংসদে গণ আন্দোলন ও শ্রমিকশ্রেণির কণ্ঠস্বর তিনি বারবার তুলে ধরেছেন। মৃত্যুকালে তিনি তাঁর একমাত্র পুত্রকে রেখে যান।

হর্ষদ মেহতা শেয়ার কেলেঙ্কারি, টুজি স্পেকট্রাম কেলেঙ্কারি নিয়ে তাঁর বক্তব্য ও কণ্ঠস্বর বারবার সংসদে ধ্বনিত হয়েছে। ২০০১ সালে তিনি এ আই টি ইউ সি-র সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। একটানা ১৭ বছর তিনি এই দায়িত্বে ছিলেন। □

নবনীতা দেবসেন

প্রখ্যাত কথা সাহিত্যিক নবনীতা দেব সেন গত ৭ নভেম্বর নিজ বাসভবন ভালো-বাসাতেই প্রয়াত হন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। দীর্ঘদিন তিনি ক্যান্সারে ভুগছিলেন। অসুস্থতার মধ্যেও তাঁর লেখনী স্তব্ধ হয়নি।

জন্ম ১৯৩৮ সালের ১৩ জানুয়ারি নিজ বাসভবন ভালো-বাসাতেই। পিতা নরেন্দ্র দেব ও মাতা রাধারানী দেবী সে যুগের প্রতিথযশা কবি ছিলেন।

গোখেল মেমোরিয়াল স্কুলের পাঠ শেষ করেন, তারপর প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে স্নাতক হন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৭৫ থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত তিনি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপিকা ছিলেন। তিনি হাভার্ড, ইন্ডিয়ানা, কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং অধ্যাপক ছিলেন। বাংলা, ইংরাজী, হিন্দি, ওড়িয়া, অসমিয়া, ফরাসী, জার্মান, সংস্কৃত ও হিব্রু ভাষায় পারদর্শী ছিলেন।

অমর্ত্য সেনের সাথে তাঁর বিবাহ হয়, পরে বিচ্ছেদ হয়। তিনি রেখে গেছেন দুই কন্যা অন্তরা ও নন্দনা।

১৯৯৯ সালে সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার, ২০০৪ কমল কুমার জাতীয় পুরস্কার ও ২০০০ সালে পদ্মশ্রী পুরস্কার অর্জন করেন।

নবনীতা দেবসেন ছিলেন গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও প্রগতিশীল চিন্তাধারার মানুষ। বর্তমান সময়ের বিভাজন, ধর্মীয় উন্মাদনার বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন ও জনমত গঠনে ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'প্রথম প্রত্যয় ও তার পথগুলি হল', 'শব্দ পড়ে টাপুর টাপুর', 'মাতা থেকে শুরুঃ', 'প্রবাসে দেবের বেশে' 'বামা-বন্দিনী', 'নটী নবনীতা' ইত্যাদি। □

ছিত্তেশ্বর সিং

পশ্চিমবঙ্গ সরকারি ড্রাইভার্স ও মেকানিক্যাল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি কমরেড ছিত্তেশ্বর সিং গত ৮ নভেম্বর ২০১৯ চাকুরীরত অবস্থায় প্রয়াত হন। ২৪ নভেম্বর ২০১৯ সামিতির কেন্দ্রীয় দপ্তরে তাঁর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। স্মৃতিচারণা করেন যথাক্রমে সমিতির সাধারণ সম্পাদক অর্জুন মান্না, প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক পদ্মেশ্বর সাহা ও রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য গোপাল পাঠক। অর্ধ শতাধিক কর্মচারীর উপস্থিতিতে স্মরণ সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। □

রক্তদান কর্মসূচী

প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরেও **পশ্চিমবঙ্গ খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ কর্মচারী সমিতির** অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও রাজ্য সরকারী কর্মচারী আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা প্রয়াত কমরেড নরেন গুপ্তের স্মরণে গত ৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ পশ্চিমবঙ্গ খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ কর্মচারী সমিতির উদ্যোগে স্বেচ্ছা রক্তদান কর্মসূচী প্রতিপালিত হলো খাদ্যভবন প্রাঙ্গণে সমিতির দপ্তরে। এদিনের কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন সংগ্রামী হাতিয়ার পত্রিকার সম্পাদক ও রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য সুমিত ভট্টাচার্য। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিজয় শঙ্কর সিংহ উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে রক্তদাতাদের উৎসাহিত করেছেন। ঐদিন ৫ জন মহিলা সহ মোট ৪৯ জন সহকর্মী স্বেচ্ছা রক্তদান করেছেন। এদিনের কর্মসূচীতে প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক অশোক প্রামানিক এবং সভাপতিত্ব করেন সমিতির সভাপতি অনুব্রত সেনগুপ্ত। □

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কলকাতা পূর্বাঞ্চলের উদ্যোগে গত ১৪.১১.২০১৯, স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচী বাণিজ্যকর দপ্তরে প্রতিপালিত হয়। রক্তদান কর্মসূচীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অঞ্চলের সভাপতি জ্যোতির্ময় দাস, প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন অঞ্চল সম্পাদক দেব শংকর সিন্হা। কর্মসূচীতে উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য মানস কুমার বড়ুয়া। রক্তদান কর্মসূচীতে ৪ জন মহিলাসহ মোট ৪১ জন রক্তদাতা রক্তদান করেন। কর্মসূচী সাফল্যের সাথে সমাপ্ত হয়। □

স্মারক বক্তৃতা

প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরেও পশ্চিমবঙ্গ খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ কর্মচারী সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও রাজ্য সরকারী কর্মচারী আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা প্রয়াত কমরেড নরেন গুপ্তের স্মরণে গত ৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ পশ্চিমবঙ্গ খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ কর্মচারী সমিতির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছে নরেন গুপ্ত স্মারক বক্তৃতা। বিষয়— ''জন্মদ্বিশতবর্ষে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও বর্তমান সমাজের তার প্রাসঙ্গিকতা।'' বক্তা ছিলেন বিশিষ্ট ইতিহাস গবেষক ড. নির্মল বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিনের কর্মসূচীতে প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক অশোক প্রামানিক এবং সভাপতিত্ব করেন সমিতির সভাপতি অনুব্রত সেনগুপ্ত। এদিনের কর্মসূচীতে সমিতির প্রবীণ নেতৃবর্গ সহ শতাধিক কর্মী ও কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। □

৮ জানুয়ারি ২০২০ সাধারণ ধর্মঘট নীতি পাল্টানোর লড়াই

সম্প্রতি নয়া দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ১২টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ফেডারেশন সমূহের যৌথ কনভেনশন থেকে আগামী ৮ জানুয়ারি ২০২০ শ্রমজীবী মানুষ ও সাধারণ মানুষের জীবন জীবিকার স্বার্থের দাবি সমূহকে নিয়ে দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের আহ্বান জানানো হয়েছে। রাজ্যসরকারী কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় সংগঠন সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশন এই ধর্মঘটের অন্যতম আহ্বায়ক। ঐদিন দেশজুড়ে রাজ্য সরকারী কর্মচারীরাও ধর্মঘটে শামিল হবে। পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্বে রাজ্য সরকারী কর্মচারীগণ তাঁদের আর্থিক ও অন্যান্য বঞ্চনার দাবি সহ কেন্দ্রীয় ১২ দফা দাবির সমর্থনে ঐদিন ধর্মঘটে শামিল হবে।

ধর্মঘটের মূল লক্ষ্য কেন্দ্রীয় নীতির পরিবর্তন। যে নীতির যাঁতাকলে মানুষ পিষ্ট হচ্ছে, কৃষক আত্মহত্যা করছে, বেকাররা কাজ পাচ্ছে না উল্টে কর্মরতরা কর্মহীন হচ্ছে নেই নয়া উদার আর্থিক নীতি থেকে কেন্দ্রীয় সরকারকে সরে আসার চেতাবনি দিতেই এই ধর্মঘট। এই নীতির ফলস্বরূপই ভারতের অর্থনীতি বর্তমানে গভীর সঙ্কটে নিমজ্জিত। সরকার এই সঙ্কট থেকে বাঁচতে শিল্পপতিদের নানা ধরনের ছাড় দিয়ে আরও গভীরতর সঙ্কট ডেকে আনছে। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির বেসরকারীকরণ চলছে।

কেন্দ্রের মোদি সরকার কর্পোরেটদের জন্য দুই কিস্তিতে ২.১৫ লক্ষ কোটি টাকা কর ছাড় ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দিয়েছে। সরকারের বক্তব্য এতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে এবং অর্থনীতি গঠন হবে। অথচ আর্থিক সঙ্কটের মূল কারণ দেশের অধিকাংশ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমে যাওয়া। এই অবস্থায় অর্থনীতির হাল ফেরাতে হলে বাড়াতে হবে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা। এর দ্বারা বৃদ্ধি পাবে আভ্যন্তরীণ চাহিদা, যা চাঙ্গা করতে পারে উৎপাদন প্রক্রিয়াকে। কর্পোরেটদের ছার না দিয়ে যদি ২.১৫ লক্ষ কোটি টাকা দেশের পরিকাঠামো, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বরাদ্দ করা হতো, তবে তৈরি হতো লক্ষ লক্ষ কর্মসংস্থান। এর দ্বারা বৃদ্ধি পেত অভ্যন্তরীণ চাহিদা।

জাতীয় নমুনা সমীক্ষা দেখিয়েছে ২০১৭-১৮-তে গ্রামীণ এলাকায় ভোগ্যপণ্যের খরচ কমেছে ৮.৮ শতাংশ। গত চার দশকে কখনও এই হারে ভোগ্যপণ্য বিক্রি কমেনি। একই সঙ্গে বেড়েছে দারিদ্র্যের স্তর। ''তথ্যের গুণমানের'' ছুতো দেখিয়ে এই প্রতিবেদন সরকার প্রত্যাহার করে নিয়েছে।

নয়া উদারনীতির লড়াই—ঢালাও বিলগ্নীকরণ

এয়ার ইন্ডিয়া, বি পি সি এল-কে বিক্রি করে দেওয়ার প্রক্রিয়ার মধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকারের ঘোষণা আগামী চার মাসে আরও ২৮টি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাকে বেসরকারী হাতে তুলে দেবে। ১৮ নভেম্বর '১৯ লোকসভায় এক প্রশ্নের জবাবে অর্থদপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর এই বিলগ্নীকরণের খবর জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ২০১৯-২০-তে বিলগ্নীকরণের মাধ্যমে সরকার ১,০৫,০০০ কোটি টাকা লক্ষ্য ধার্য করেছে চলতি বাজেটেই। সেই লক্ষ্যপূরণেরই এই উদ্যোগ। আগামীদিনে এস ২৮টি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার সঙ্গে স্ট্র্যাটেজিক অংশীদারিত্বের সিদ্ধান্ত হয়েছে। বিরোধীদলগুলির অভিযোগ মোদি সরকারের কোষাগার প্রায় শূন্য। তাই দেশ বিক্রির খেলায় নেমেছে সরকার। বিরোধীদের আরও অভিযোগ যে ''স্ট্র্যাটেজিক অংশীদারিত্ব'' বিক্রির সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সংসদে আলোচনা এবং সর্বদলীয় বৈঠক ডাকার প্রয়োজন ছিল সরকারের। যে ২৮টি সংস্থার বিলগ্নীকরণ হবে তার মধ্যে রয়েছে স্কুটারস ইন্ডিয়া লিঃ, ব্রিজ অ্যান্ড রুফ ইন্ডিয়া লিঃ, ভারত আর্থমুভার্স লিঃ, হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম, হিন্দুস্তান অ্যান্টিবায়োটিক, বেঙ্গল কেমিক্যালের মতো সংস্থা।

বেড়েছে দারিদ্র্য, অপুষ্টি—বলছে এন এস ও রিপোর্ট

জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থা (এন এস ও) ২০১৭-র জুলাই থেকে ২০১৮-র জুলাইয়ে ''মূল সূচক ঃ ভারতে পারিবারিক ক্রেতা ব্যয়'' সমীক্ষা করেছিল। এই রিপোর্ট প্রকাশের জন্য ২০১৯-র জুনে সংস্থা সিদ্ধান্ত নিলেও সরকার তা প্রকাশ করেনি। রিপোর্ট ফাঁস হয়েছে সংবাদ মাধ্যমে। ১৬ নভেম্বর বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকায় এই রিপোর্ট প্রকাশ হয়ে যেতে কেন্দ্রীয় সরকার গুরুতর অস্বস্তিতে পড়েছে। সরকার এই রিপোর্টের ''তথ্যের গুণগত মান'' নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতে ২০১১-১২ থেকে ২০১৭-১৮-তে গড় ক্রেতার ব্যয় কমেছে ৪ শতাংশ। মাসিক মাথাপিছু ক্রেতার ব্যয় (এম পি সি ই) এই রিপোর্টে বিচার করা হয়েছে মুদ্রাস্ফীতি বিবেচনায় রেখে। রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে গ্রামীণ ভারতে ২০০৯-১০-এ এম পি সি ই ছিল ১০৫৪ টাকা, ২০১১-১২-তে বেড়েছিল ১২১৭ টাকা। ২০১৭-১৮-তে তা কমে এসেছে ১১১০ টাকায়। হ্রাসের হার ৮.৮ শতাংশ। শহর এলাকায় ২০০৯-১০-এ ছিল ১৯৮৪ টাকা, ২০১১-১২-তে ২২১২ টাকা, ২০১৭-১৮-তে ২২৫৬ টাকা। শহরে বৃদ্ধি হলেও, হার খুবই কম, ২ শতাংশ।

দানাশস্য ও দানাশস্যের বিকল্প ক্রয় গ্রামে ও শহরে কমেছে যথাক্রমে ২০.৪ শতাংশ ও ৭.৯ শতাংশ। গ্রামে চিনি, নুন, মশলার ক্রয় কমেছে ১৬.৬ শতাংশ, শহরে ১৪.২ শতাংশ। দরিদ্রতর অংশের মূল প্রোটিন-উৎসের খাদ্য ডালের ক্রয় কমেছে গ্রামে ১৫.৪ শতাংশ, শহরে ১৬.৩ শতাংশ। ভোজ্য তেল ক্রয় কমেছে গ্রামে ১৪.৬ শতাংশ, শহরে ১৬.৬ শতাংশ। সামগ্রিকভাবে খাদ্যক্রয় হ্রাস গ্রামে ৯.৮ শতাংশ, শহরে ০.২ শতাংশ। ২০১১-১২-তে খাদ্যের জন্য মাসিক ব্যয় গ্রামে ৬৪৩ টাকা ছিল। ২০১৭-১৮-তে তা নেমে এসেছে ৫৮০ টাকায়। শহরের ক্ষেত্রে এই ব্যয় ২০১১-১২-তে ছিল ৯৪৬ টাকা, ২০১৭-১৮-তে তা নেমে এসেছে ৯৪৩ টাকায়।

ক্রয় হ্রাসের সমগ্র প্রবণতাই অর্থনীতির পক্ষে উদ্বেগের হলেও অর্থনীতিবিদরা চিন্তিত খাদ্যশস্য ক্রয় কমে যাওয়ায়। ☐

অর্থনৈতিক সঙ্কট

কর্পোরেটের কর ছাড়

২০১৯-২০ বাজেটে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামণ প্রস্তাবিত করছাড়ের পরিমাণ ১ লক্ষ ৪৬ হাজার কোটি টাকা। আর্থিক সঙ্কট মূলত চাহীদার অভাবজনিত কারণে কর্পোরেটে করছাড় দিয়ে এটা লাঘব করা যায় না। দ্বিতীয়ত বাজেটে প্রস্তাবিত করছারের জন্য যে রাজস্ব আদায়ের ঘাটতি হবে তা মেটাতে জনকল্যাণমুখী প্রস্তাবগুলিতে বাজেটে যে অর্থ ধার্য করা হয়েছে, সেই অনুসারে খরচ না করে নানা বাহানায় তা ছাঁটাই করা হচ্ছে। উদাহরণ হিসাবে দুটি বড় প্রকল্পের নাম করা যায় খাদ্য সুরক্ষা ও ১০০ দিনের কাজ—দুটোতেই বরাদ্দ ছাঁটাই হচ্ছে, হবে।

রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বিলগ্নীকরণ

জনকল্যাণমুখী প্রকল্পের বরাদ্দ ছাঁটাই করেও সুরাহা হবে না কারণ ছাড়ের অঙ্কটা বিশাল। কেন্দ্রীয় সরকার তাই টার্গেট করেছেন সরকারী সম্পত্তি বিক্রির উপর। এর সঙ্গে আছে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সঞ্চয় ভেঙে সরকারী খরচ সামলানো, বিমল জালান কমিটি সে রাস্তাও খুলে দিয়েছে। বর্তমান আর্থিক বছরে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বিলগ্নীকরণ থেকে আদায়ের সরকারী লক্ষ্যমাত্রা ১.০৫ লক্ষ কোটি টাকা। কর্পোরেটে কর ছাঁইয়ের পর সেটা হয়েছে আরো ১ লক্ষ কোটি টাকা।

বেচারামের সরকার

কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করেছে বিক্রি করা হবে বিপিসিএল, কনকর, শিপিং কর্পোরেশন, টিএইচডিসি, নিপসে ইত্যাদি সংস্থাগুলি। ক্রেতা পেতে বিদেশে রোড শো করা হবে। যদি এসবে সুরাহা না হয়, বিক্রি করা হবে ইন্ডিয়ান অয়েল। ৬৫০৭৫ কোটি টাকা তোলাটা টার্গেট। এতে না হলে ''নবরত্ন'' বিক্রি করা হবে। এছাড়া খুচরো বিক্রির তালিকায় আছে ৫০০ কিলোমিটার জাতীয় সড়ক, সম দৈর্ঘ্যের রেল লাইন, গেল-এর পাইপ লাইন, স্টেডিয়াম, বন্দর, ৬টি ছোটো বিমানবন্দর, ওএনজিসি-র দিল্লীর গলফ কোর্ট, এনটিপিসি-র দিল্লীর জমি। প্রায় ঘটি বাটি বিক্রি করার মত অবস্থা। কর্পোরেটে ছাড় এমনই মহার্ঘ্য। সরকারী সম্পত্তি জনগণের সম্পত্তি একে এভাবে লুঠ করার কোনো অধিকার সরকারের নেই।

কাজ নেই, চাহিদাও নেই

২০১৭-১৮ সালের সমীক্ষা (NSSO) লব্ধ তথ্য অনুসারে ঐ বছরে নিয়োগহীনতার হার একলাফে বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ৬.১ শতাংশ। বিগত প্রায় ৪৫ বছর ধরে ভারতে নিয়োগহীনতার হার ছিল গড়ে ২ শতাংশ। অর্থাৎ যারা কর্মপ্রার্থী তাঁদের মধ্যে সচরাচর গড়ে মাত্র দুই শতাংশ টানা ছ'মাসের বেশী কাজ পান না, এই ছিল নিয়োগহীনতার চিত্র। সেটা ২০১৭-১৮ সালে ৬.১ শতাংশে দাঁড়ায়। জনগণনা (২০১১) তথ্য অনুযায়ী উপরোক্ত সমীক্ষাকে বিচার করলে যা পাওয়া যায় তা হলো, ২০১৭-১৮ সালে ভারতে ৪৭.১৫ কোটি মানুষ কাজ করবেন। আর কাজ খুঁজছেন কিন্তু কাজ পাচ্ছেন না এমন লোকের সংখ্যা ছিল ৩.০৯ কোটি। এস ৩.০৯ কোটির মধ্যে ২.১১ কোটি (৬৮.৩ শতাংশ) বয়স ১৫ থেকে ২৯ বছর। এরা শ্রমের বাজারে যুক্ত হয়েছে সম্প্রতি। ২০০০ থেকে ২০১৭-১৮ সাল পর্যন্ত হিসাব করলে দেখা যায়, প্রতি বছর গড়ে ১ কোটি ৪০ লক্ষ নতুন মানুষ কাজের জগতে যুক্ত হচ্ছেন। যত মানুষ কাজের জগতে ঢুকছেন, কাজ তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে না। উল্টে সঙ্কুচিত হচ্ছে ক্রমশ। এই অবস্থায় পণ্যের চাহিদার জগতে ঘটেছে একটা বিপর্যয়। কৃষিক্ষেত্রে ২৫.৮২ কোটি থেকে নিযুক্ত শ্রমজীবীর সংখ্যা নেমে গেছে ১৯.৭৩ কোটিতে। অর্থনীতির নিজস্ব গতিতে নতুন ক্রেতা আর তৈরি হচ্ছে না। এই অবস্থার প্রতিফলন পড়ছে বাজারে। সমস্যাটা কাঠামোগত, তাই কাঠামোটার পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন। যার মধ্য দিয়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হতে পারে। ☐

৮ জানুয়ারি, ২০২০-তে অনুষ্ঠিতব্য সর্বভারতীয় সাধারণ ধর্মঘটের সমর্থনে প্রস্তাব

গত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৯, নয়া দিল্লীর পার্লামেন্ট স্ট্রীটে ট্রেড ইউনিয়ন ও জাতীয় ফেডারেশনগুলির গণ কনভেনশন থেকে, আগামী ৮ জানুয়ারি ২০২০, কেন্দ্রের মোদি সরকারের দেশবিরোধী ও জনবিরোধী নীতিসমূহের বিরুদ্ধে সর্বভারতীয় সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘ পরিচালিত 'ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ' ব্যতীত সমস্ত কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন এবং কেন্দ্রীয় সরকারী ও রাজ্য সরকারী কর্মচারী, ব্যাঙ্ক, বীমা, প্রতিরক্ষা সহ সমস্ত পরিষেবা ক্ষেত্রের সাথে যুক্ত শ্রমিক-কর্মচারীদের জাতীয় ফেডারেশনগুলি এই সিদ্ধান্তের শরিক। সর্বভারতীয় স্তরে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের প্রতিনিধিত্বকারী একমাত্র সংগঠন সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনও উল্লিখিত গণকনভেনশনে সর্বসম্মতভাবে গৃহীত ঘোষণাপত্রের অন্যতম স্বাক্ষরকারী।

ঐ ঘোষণাপত্রে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, দ্বিতীয় মোদি সরকারের প্রথম ১০০ দিনের মধ্যে গৃহীত কর্পোরেট ও বিদেশী পুঁজি তোষণকারী নীতি এবং পদক্ষেপসমূহ, কেন্দ্রীয় অর্থনীতিকে শুধু সঙ্কটাকীর্ণ করে তুলেছে তা-ই নয়, এক দীর্ঘস্থায়ী মন্দার দিকেও ঠেলে দিয়েছে। কেন্দ্রীয় অর্থনীতির স্বাস্থ্য পরিমাপক সমস্ত সূচকই বর্তমানে অধোগামী। কৃষি, শিল্প ও পরিষেবা—উৎপাদনমূলক কর্মকাণ্ডের তিনটি ক্ষেত্রেই 'আর্থিক মন্দা'-র সংক্রমণ ঘটেছে। ফলে শ্লথতর হচ্ছে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন জি ডি পি-র হার। যার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ছে শ্রমজীবী মানুষের জীবন ও জীবিকার ওপর। বেকারীর হার বিগত পঞ্চাশ বছরের সমস্ত রেকর্ড ছাপিয়ে সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছেছে। নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ ক্রমান্বয়ে সঙ্কুচিত হওয়ার পাশাপাশি, শিল্প ও পরিষেবা ক্ষেত্রে মন্দাজনিত কারণে কর্মচ্যুতিও ঘটছে ব্যাপক হারে। শুধুমাত্র অটোমোবাইল শিল্পেই এই সময়কালে ৩.৫ লক্ষ শ্রমিক-কর্মচারীকে ছাঁটাই করা হয়েছে। কর্মসংস্থানের হার হ্রাস পাওয়া এবং কর্মচ্যুতির প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ বৃদ্ধি পাচ্ছে শ্রমের মজুত ভাণ্ডার, যার সুযোগ গ্রহণ করে মালিক শ্রেণী শ্রমিক-কর্মচারীদের মজুরি বৃদ্ধির হারকে হ্রাস করছে। কেন্দ্রীয় সরকারও শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরির হার নির্ধারণ করেছে দৈনিক ১৭৮ টাকা মাত্র। মানুষের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার ফলে বাজার ধুঁকছে চাহিদার অভাবে। অথচ মোদি সরকার বাজারকে চাঙ্গা করার জন্য সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি করার পরিবর্তে, একের পর এক কর্পোরেট ও বিদেশী পুঁজি তোষণকারী নীতি গ্রহণ করছে, তাদের বিনিয়োগে উৎসাহিত করার জন্য। বৃদ্ধি পাচ্ছে ধনী ও দরিদ্রের বৈষম্য। সঙ্কটে নিমজ্জিত অর্থনীতিকে টেনে তোলার জন্য বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পে সরকারী ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধির যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা দরকার, তা না করে মোদি সরকার অনুসরণ করছে বিলগ্নীকরণ ও বেসরকারীকরণের মতো উদারবাদী অর্থনীতির পথ। যা সঙ্কটকে আরও বৃদ্ধি করছে।

সর্বনাশা অর্থনৈতিক সঙ্কটের পাশাপাশি, কেন্দ্রের মোদী সরকারের বিভেদকামী সাম্প্রদায়িক ও স্বৈরাচারী অপশাসনের ফলে আক্রান্ত শ্রমজীবী মানুষের অর্জিত অধিকার, ব্যক্তি স্বাধীনতা, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান, এমনকি সংবিধানও। এই পটভূমিতেই ১২ দফা দাবিতে সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে। ১২ দফা দাবির মধ্যে রয়েছে ন্যূনতম ২১ হাজার টাকা মজুরি, সর্বজনীন পেনশন ও সামাজিক সুরক্ষা, শ্রম আইনের শ্রমিক স্বার্থবিরোধী সংশোধন বাতিল করা, ঠিকা ও অস্থায়ী শ্রমিকদের জন্য সমকাজে সমবেতন এবং কৃষি, শিল্প ও পরিষেবায় সরকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধি প্রভৃতি। কৃষক ও কৃষি মজুরদের সর্বভারতীয় সংগঠনগুলি এই ধর্মঘটকে সমর্থন করেছে। কেন্দ্রীয় নীতির অভিঘাতের বাইরে আমরাও নই। পাশাপাশি এই রাজ্যের সরকারও কার্যত কেন্দ্রীয় নীতির অনুগামী অথবা নীরব সমর্থক। এক দশক আগেও বিকল্প নীতি ও কর্মসূচীর যে অবলম্বন এ রাজ্যের মানুষের ছিল, আজ তা নেই। ফলে ক্রমশই দুর্বিষহ হয়ে উঠছে এ রাজ্যের সাধারণ মানুষের জীবন ও জীবিকা। কেন্দ্রীয় সরকারের মতোই রাজ্য সরকারের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনুসৃত নীতি জনস্বার্থবিরোধী, তার বড় প্রমাণ সদ্য প্রকাশিত রোপা রুলস ২০১৯। যেখানে ন্যূনতম বেতন নির্ধারণে সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশ মানা হয়নি। এমনকি এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ (যেমন মহার্ঘভাতা)। বেতন বৃদ্ধির উল্টো পথে হেঁটে, হ্রাস করা হয়েছে বাড়ি ভাড়া ভাতার হার। স্বভাবতই দেশপ্রেমিক জনগণের অংশ হিসেবে তো বটেই, এমনকি সচেতন কর্মচারী হিসেবেও, উভয় সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে আসন্ন ধর্মঘটে শামিল হওয়া প্রয়োজন।

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি আসন্ন ধর্মঘটকে সর্বাত্মক সফল করার লক্ষ্যে প্রশাসনের অভ্যন্তরে প্রচার-প্রস্তুতি গড়ে তোলার আহ্বান জানাচ্ছে। ☐

সর্ব ভারতীয় সাধারণ ধর্মঘটের দাবীসনদ

রাজ্যেরকর্মচারীদেরপাহাড়প্রমাণ আর্থিক বঞ্চনা (বকেয়া মহার্ঘভাতা ও ষষ্ঠ বেতন কমিশনের অসংগতি সমূহ দূরীকরণ), প্রতিহিংসামূলক নীতিহীন সমস্ত বদলীর আদেশনামা দ্রুত প্রত্যাহার, ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার ও ধর্মঘটের অধিকার রক্ষার অধিকারসহ সর্ব ভারতীয় ১২ দফা দাবিসমূহ ঃ

১) সর্বজনীন রেশন ব্যবস্থার প্রচলনের মধ্যে দিয়ে সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি রোধ করতে হবে।

২) কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করে বেকারি রোধে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। সকলের জন্য স্থায়ী সম্মানজনক কাজ।

৩) কোনো ব্যতিক্রম না করে সমস্ত শ্রমআইন কঠোরভাগে প্রয়োগ করতে হবে এবং আইন ভঙ্গকারীদের কঠোর শাস্তি দিতে হবে।

৪) কেন্দ্রীয় ও রাজ্য রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থাগুলির বিলগ্নীকরণ বন্ধ করো।

৫) শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ সামাজিক প্রকল্পে কর্মীদের শ্রমিকের মর্যাদা।

৬) ঠিকা প্রথার সম্পূর্ণ বিলুপ্তি করে স্থায়ী কাজে স্থায়ী শ্রমিক নিয়োগ এবং ঠিকা কর্মীদের স্থায়ীকরণ সাপেক্ষে সমকাজে সমবেতন ও সুবিধা।

৭) দ্রব্যমূল্যের সূচকের নিরীখে পরিবর্তনশীল ২১ হাজার টাকা ন্যূনতম মজুরি।

৮) সরকারী কোষাগার থেকে ব্যয়বরাদ্দের সংস্থান সহ ন্যূনতম ১০ হাজার টাকা সর্বজনীন পেনশন।

৯) সমস্ত গ্রামীণ ও শহরের পরিবারের জন্য মহাত্মা গান্ধী জাতীয় কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্পের মাধ্যমে বার্ষিক অধিকতর দিনের কাজ।

১০) স্বামীনাথন কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী কৃষিপণ্যের লাভজনক দাম সহ বিপণন এবং গ্রামীণ দারিদ্র নিবারণে কৃষকের ঋণ মকুব।

১১) বোনাস, প্রভিডেন্ড ফান্ড আইনের সমস্ত যোগ্যতা সীমা প্রত্যাহার করতে হবে। গ্র্যাচুইটির পরিমাণ বাড়াতে হবে।

১২) আবেদনের ৪৫ দিনের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন দিতে হবে। অবিলম্বে আইএলও কনভেনশন ৮৭ এবং ৯৮ ধারার মান্যতা দিতে হবে।

লগ্নী পুঁজির মহাসংকট

বিশ্বজুড়েই গড়ে উঠছে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ

ফ্রান্সে ইয়োলো ভেস্ট আন্দোলন।

এক দশকেরও বেশী সময় ধরে চলা বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মহাসংকটের ধাক্কায় শ্রমজীবী মানুষের জীবন ও জীবিকা বিপর্যস্ত। অর্থনৈতিক সংকটের হাত ধরেই আসছে সামাজিক সংকট—বিভিন্ন চেহারায় যা কেড়ে নিচ্ছে সাধারণ মানুষের প্রাণ। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে -প্রতিরোধে সোচ্চার হচ্ছেন শ্রমিক-কর্মচারী সহ সব অংশের শ্রমজীবী মানুষ। কোথাও সংগঠিত আকারে, আবার কোথাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে। কিন্তু যেভাবেই হোক প্রতিবাদ-প্রতিরোধে শামিল হওয়া মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। চড়ছে ক্ষোভের পারদ। এর কোনো কোনোটি আবার দীর্ঘস্থায়ী চেহারা গ্রহণ করছে।

ফ্রান্সের 'ইয়েলো ভেস্ট' আন্দোলন সম্প্রতি এক বছর অতিক্রম করল। হাইতির বিক্ষোভ দশ সপ্তাহে পড়ল এবং চিলির রাস্তায় লক্ষ মানুষের বিক্ষোভও তিরিশ দিনে পা দিল। একই ধরনের বিক্ষোভ পরিলক্ষিত হচ্ছে লেবাননে ও ইরাকে। এই তালিকায় আরও যুক্ত হয়েছে বলিভিয়া ও ইরানের নাম।

বলিভিয়া ঃ পুনর্নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি ইভো মোলারেসকে 'ক্যু'-র মাধ্যমে ক্ষমতা থেকে অপসারিত করার অব্যবহিত পরেই শ্রমিক ও আদিবাসী জনগোষ্ঠী ইভো মোলারেসকে পুনরায় রাষ্ট্রপতি পদ ফিরিয়ে দেবার দাবিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন শুরু করে। 'ক্যু'-কে যারা পরিচালনা করেছে সেই দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক শক্তি বিক্ষোভ ঠেকাতে বামপন্থী, প্রগতিশীল, বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনের নেতা এবং আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে ডাইনী খোঁজা শুরু করে। স্বঘোষিত রাষ্ট্রপতি অ্যানেজ আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে 'শয়তান' বলে অভিহিত করেছেন এবং বলেছেন, এদের শহরে থাকার কোনো অধিকার নেই। চলে যেতে হবে প্রান্তিক অঞ্চলে। বিক্ষোভ রত মানুষকে দমন করার জন্য সেনাবাহিনীর হাতে বিশেষ আইনী ক্ষমতা তুলে দেওয়া হয়েছে, যা অনেকটাই আমাদের দেশের 'আফস্পা' আইনের মতন। ইতোমধ্যেই সেনাবাহিনীর হাতে ১৯ জন বিক্ষোভকারী নিহত হয়েছেন। স্বঘোষিত রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করেছেন, আগামী নির্বাচনে মোলারেসের দলকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দেওয়া হবে না। মোলারেস সরকার যে সমস্ত জনস্বার্থবাহী কর্মসূচী গ্রহণ করেছিল সেগুলিকে বাতিল করা হচ্ছে এবং ভেনেজুয়েলা ও কিউবার সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করা হচ্ছে।

ফ্রান্স ঃ ফ্রান্সে 'ইয়েলো ভেস্ট' বা গিলেট জন্স্ আন্দোলন ৫৩ সপ্তাহে পা দিল। প্রতি শনিবার ফ্রান্সের প্রতিটি বড় শহরের গুরুত্বপূর্ণ সংযোগস্থলগুলিতে মানুষ বিক্ষোভ প্রদর্শন করছেন। প্যারিসে এই আন্দোলন এতটাই জনপ্রিয়তা লাভ করেছে যে একসময় প্রায় তিন লক্ষ মানুষ এতে শামিল হয়েছিলেন। বহু মানুষ বিশ্বাস করে যে এই আন্দোলনের ফলে গরীব মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সমাজে গণতন্ত্র শক্তিশালী হয়েছে। আন্দোলন শুরু হওয়ার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই রাষ্ট্রপতি ম্যাক্রোঁ জ্বালানির ওপর চাপানো বর্ধিত কর প্রত্যাহার করেছেন। এই দাবিটিকে নিয়েই 'গিলেট জন্স্' আন্দোলন শুরু হলেও, এখন তা প্রসারিত হয়েছে অন্যান্য ক্ষেত্রের বর্ধিত কর প্রত্যাহার এবং আর্থিক, সামাজিক ও পরিবেশ সংক্রান্ত সুবিচারের দাবিতে। আরও দাবি উঠেছে গণতান্ত্রিক পরিসরে অংশগ্রহণের সুযোগ সম্প্রসারণ করতে হবে। বিক্ষোভকারীরা রাষ্ট্রপতির সাথে বিতর্কে অংশ নিতে চেয়েছিলেন। ম্যাক্রোঁ বলেছিলেন, এ হবে 'মহা বিতর্ক'। কিন্তু বিতর্কে অংশ নিয়ে তিনি মূল বিষয় থেকে সরে গিয়ে অভিবাসন, জাতি সমস্যা প্রভৃতি বিভাজনমূলক বিষয়গুলিকে সামনে নিয়ে আসেন।

গিলেট জন্স্ আন্দোলনের পাশাপাশি ফ্রান্সে দমকল কর্মীদের ধর্মঘট, শিক্ষা সংস্কারের প্রতিবাদে ছাত্র বিক্ষোভ, রেল রোকো প্রভৃতি প্রতিবাদী কর্মসূচী চলছে। সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন ও ছাত্র সংগঠনগুলি একযোগে সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল ৫ ডিসেম্বর। 'গিলেট জন্স্'-ও এই ধর্মঘটে শামিল হয়েছে বলে জানিয়েছে।

ফ্রান্সের মানুষের বহুমাত্রিক প্রতিবাদ প্রতিরোধকে দমন করার জন্য হিংসাত্মক দমন-পীড়ন নামিয়ে আনা হয়েছে। ২৪ জন বিক্ষোভকারীর একটি বা দুটি চোখই নষ্ট হয়ে গেছে, পাঁচজনের হাত কাটা পড়েছে, এবং কয়েক হাজার মানুষ আহত হয়েছেন। ১২ হাজার জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, যাদের মধ্যে ৩ হাজার জনের কারাবাস হয়েছে। ফ্রান্সের গণমাধ্যম বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে লাগাতার কুৎসা প্রচার করছে।

চিলি ঃ মেট্রো ভাড়া ৩০ সেন্ট বৃদ্ধির প্রতিবাদে শুরু হয়েছিল ছাত্র আন্দোলন। কিন্তু এখন তা ৩০ বছরের নয়া উদারবাদী অর্থনীতির বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলছে। এখন স্লোগান হল 'এটা ৩০ সেন্টের বিষয় নয়, ৩০ বছরের বিষয়।' চিলির মানুষ এখন চাইছেন নয়া উদারবাদী নীতির মডেলটাকেই বাতিল করা হোক। একনায়কতন্ত্রী পিনোচেতের পরিকল্পনা প্রসূত সংবিধান সম্পর্কে জনমত যাচাই করার জন্য চিলির বর্তমান সরকার আগামী এপ্রিলে গণভোটের ডাক দিয়েছে।

চিলির কমিউনিস্ট পার্টি এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে এবং অন্যান্য বামপন্থী দলের কাছে আবেদন জানিয়েছে গণভোটের প্রয়োজনীয় পরিবেশ তৈরি করার জন্য।

১৮ নভেম্বর অনুষ্ঠিত এক নির্বাচনের মধ্য দিয়ে দেখা গেছে ৮১ শতাংশ মানুষ বর্তমান পিনোচেত সংবিধানের পরিবর্তে নতুন সংবিধান চাইছেন। নতুন সংবিধান প্রয়োজন কেন এই প্রশ্নের উত্তরে চিলির সাধারণ মানুষ জানিয়েছেন, অসাম্য হ্রাস, উন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতির প্রয়োজনেই পিনোচেত সংবিধান বাতিল হওয়া প্রয়োজন।

চিলিতেও বিক্ষোভকারীদের ওপর নেমে এসেছে দমন পীড়ন। ২২ জন মারা গেছেন, ২২০০ মানুষ আহত হয়েছেন এবং ৬,৩০০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

এছাড়াও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জেনারেল মোটরসের কারখানায় শ্রমিক আন্দোলন, ব্রাজিলে শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কারের বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলন, আর্জেন্টিনায় শ্রমিক আন্দোলন, ইউরোপ মহাদেশে স্পেন ও গ্রীসে শ্রমিক আন্দোলন, এশিয়ায় জর্ডন, পশ্চিম পাপুয়া এবং ইন্দোনেশিয়াতেও প্রতিবাদ বিক্ষোভ চলছে। আফ্রিকার ইজিপ্টে রাষ্ট্রপতি আব্দেল- ফাতাহ্-সিসিলের পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলন শুরু হয়েছে। আলজেরিয়ার মানুষ রাষ্ট্রপতি আব্দেল আজিজ বোটিফ্লিকাকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেছে। দেশে শ্রমজীবীদের এই লড়াই আমাদের দেশের শ্রমজীবীদের উৎসাহিত করবে। □

অর্থনীতির চরম দুর্দশা ঃ মোদি সরকার তথ্য লুকোচ্ছে

ড. প্রভাত পট্টনায়ক

জাতীয় পরিসংখ্যান দপ্তর (এনএস ও) ২০১৭-১৮ সালে প্রকাশিতব্য উপভোক্তা ব্যয় সংক্রান্ত পাঁচ বছরের সমীক্ষা তথ্য প্রকাশ না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এই সিদ্ধান্তের কারণ হলো, বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকায় (১৫ নভেম্বর) উপরোক্ত তথ্য যা ফাঁস হয়ে গেছে, তাতে দেখা যাচ্ছে মাথাপিছু প্রকৃত ভোগ ব্যয় ২০১১-১২ থেকে ২০১৭-১৮-এর মধ্যে ৩.৭ শতাংশ হ্রাস পেয়ে মাসিক ১৫০১ টাকা থেকে মাসিক ১৪৪৬ টাকায় নেমে গেছে (২০০৯-১০'র মূল্যস্তর অনুযায়ী)।

মাথাপিছু প্রকৃত ভোগ ব্যয় হ্রাস একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। গত চারদশকের মধ্যে এই প্রথম এই ধরনের পতন ঘটল। এর আগে এইভাবে হ্রাস পেয়েছিল ১৯৭২-৭৩ সালে যখন দুর্বল ফসল উৎপাদন এবং 'ওপেক'-এর তেলের দামের প্রথম ধাক্কায় বর্ধিত মুদ্রাস্ফীতি মানুষের প্রকৃত ক্রয় ক্ষমতাকে সঙ্কুচিত করেছিল। যদিও এগুলি ছিল কিছু বিক্ষিপ্ত বিভ্রাট, হয় বাহ্যিক কারণ (ওপেক মূল্যবৃদ্ধি) অথবা পর্যায়ক্রমিক কারণ (খারাপ ফসল) যার জন্য কোনভাবেই সরকারকে দায়ী করা যায় না। যদিও বিভ্রাটগুলি সামাল দেবার যে ধরনের প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছিল তার সমালোচনা হতে পারে।

২০১৭-১৮ সালে সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে এমন কোনো বিক্ষিপ্ত বিভ্রাট নেই। ২০১৭-১৮ সালে সমীক্ষার সময় যে বিভ্রাটগুলি অর্থনীতিকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল তা হলো নোটবন্দী এবং পণ্য ও পরিষেবা কর চালু করা, যে দুটির জন্যই সম্পূর্ণ দায়ী ছিল মোদি সরকার। যদিও এটাও ঠিক যে, এই বিপর্যয়কর সিদ্ধান্তগুলিই মাথাপিছু ভোগ ব্যয় হ্রাসের একমাত্র কারণ নয়। হ্রাসের ছবিটা অনেক বেশী স্পষ্ট গ্রাম ভারতে যেখানে ২০১১-১২ থেকে ২০১৭-১৮'র মধ্যে মাথা পিছু ভোগ ব্যয় কমেছে ৮.৮ শতাংশ। অপরদিকে একই সময়ে শহর ভারতে মাথাপিছু ব্যয় সামান্য ২.২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রাম ভারতে বেশ কিছুদিন ধরেই, নোটবন্দী ও জিএসটি-র থেকে একদম আলাদা একটা সংকটের ছবি দেখা যাচ্ছিল। সংক্ষেপে বলা যায়, ঐ বিষয়গুলি ইতোপূর্বেই তৈরী হওয়া সংকটজনক পরিস্থিতিকে আরো বেশী সংকটজনক করে তুলেছে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে পরিস্থিতি তার আগে মোটামুটি ঠিক ছিল।

এর স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় উৎপাদন তথ্য থেকে। সরকার দাবি করেছে যে উৎপাদন তথ্যের গতিমুখ ভোগ ব্যয় তথ্যর বিপরীতে। কিন্তু এটি অসত্য দাবি। আমরা যদি বর্তমান বাজার দরে কৃষি ও অনুসারী কর্মকাণ্ডে প্রকৃত মূল্য-সংযুক্তি বিচার করি, যা এই ক্ষেত্রের সমস্ত আয়ের উৎস, এবং তাকে কৃষি নির্ভর জনংসখ্যা দিয়ে ভাগ করি (এটা ধরে নিয়ে যে মোট জনসংখ্যায় এই অংশের অনুপাত অল্প সময়ের মধ্যে পরিবর্তীত হয়েছে), তাহলে দেখব যে, গ্রাম ভারতের ভোগ্য পণ্যের মূল্য-সূচকের চাপে, কৃষি নির্ভর জনসাধারণের মাথাপিছু প্রকৃত আয় ২০১৩-১৪ থেকে ২০১৭-১৮ সালের মধ্যে সামান্য হ্রাস পেয়েছে। যেহেতু কৃষি নির্ভর জনসাধারণের মধ্যে জমিদার এবং কৃষিভিত্তিক পুঁজিপতিরাও রয়েছেন, যারা সংখ্যায় অল্প রয়েছে এবং নিশ্চিন্তে ধরে নেওয়া যায় যে যাদের আয় হ্রাস পায়নি, গ্রামের অধিকাংশ জনসাধারণের, গ্রাম ভারতের শ্রমজীবীদের মধ্যে হ্রাসের হার আরো বেশী তীব্র। (এবং এমনকি এটা যদি ধরেও নেওয়া হয় যে, এই সময়কালে মোট জনসংখ্যার অনুপাতে কৃষি নির্ভর জনসংখ্যা হ্রাস পেয়েছে, তাহলেও সেই হ্রাসের হার এত বেশী নয় যে উপরোক্ত সিদ্ধান্তকে বাতিল করে দিতে পারে)। একই সিদ্ধান্তে পৌঁছবো, যদি আমরা ২০১৭-১৮-এর পরিবর্তে ২০১৬-১৭ কে শেষ বছর ধরি, অর্থাৎ নোটবন্দীর প্রভাব পড়ার আগেই। এর থেকে বোঝা যায় নোটবন্দী (এবং জি এস টি)-র যে প্রভাবই পড়ুক না কেন, তা একের পর এক সরকার দ্বারা অনুসৃত, এবং বিশেষ করে মোদি সরকারের নির্দয় একরোখা মনোভাব নিয়ে অনুসরণ করা নয়া উদারবাদী নীতির ফলে সঙ্কটাপন্ন কৃষি অর্থনীতির ওপর চাপিয়ে দেওয়া এক নতুন সংকট। বিশেষত ভারতে ২০১১-১২ থেকে ২০১৭-১৮ সালের মধ্যে মাথা পিছু খাদ্য শস্যের জন্য ব্যয় তীব্র গতিতে, প্রায় ১০ শতাংশ হারে হ্রাস পেয়েছে। এর ফলে দারিদ্র্যের পরিমাণের লক্ষণীয় বৃদ্ধি ঘটেছে। সরকার যাই দাবি করুক, নয়া উদারবাদী অর্থনীতির আমলে, গ্রামাঞ্চলে দারিদ্রের পরিমাণ, ভারতে যা ক্যালরির মাপকাঠিতে পরিমাপ করা হয়, গ্রাম ও শহরাঞ্চল উভয়তই বৃদ্ধি ঘটেছে। ১৯৯৩-৯৪ এবং ২০১১-১২ (উভয়েই পঞ্চবার্ষিকী সমীক্ষার বছর)-এর মধ্যে তুলনা করলেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়। ২০১৭-১৮ সালে এটি নিশ্চিতভাবেই আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। ভোগ ব্যয় সংক্রান্ত এই সমস্ত তথ্য যা তাদের পক্ষে অস্বস্তিকর তা চেপে যাওয়া মোদি সরকারের একান্ত বৈশিষ্ট। একই কাণ্ড তাঁরা ঘটিয়েছিলেন লোকসভা নির্বাচনের আগে কর্মসংস্থান সংক্রান্ত তথ্যগুলির ক্ষেত্রেও, যা সেইসময় বেকারীর হার গত ৪৫ বছরে সর্বোচ্চ হিসেবে দেখিয়েছিল, যদিও পরবর্তীকালে ঐ তথ্য সরকারীভাবে প্রকাশ করা হয়েছিল। কিন্তু ভোগ ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য একেবারেই না প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এই সরকার ২০২১-২২ সালে অনুষ্ঠিতব্য পরবর্তী পঞ্চবার্ষিকী সমীক্ষা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চায়, কারণ এই সময়ের মধ্যে তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতির প্রয়োজন মতন সংশোধন এমনভাবে ঘটানো হবে যাতে ভোগব্যয় সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ করার আগে, একটা উজ্জ্বল ছবি তৈরি করে ফেলা যায়।

▶▶ ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

৮ জানুয়ারি, ২০২০-র ধর্মঘট সর্বাত্মক সাফল্যমণ্ডিত করতে হবে

প্রণব চট্টোপাধ্যায়

আমাদের দেশে জাতীয় অর্থনীতির বিশ্বায়ন, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বেসরকারীকরণ এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের উদারীকরণের মধ্য দিয়ে দেশের অর্থনীতির ক্ষেত্রে নয়া উদারনীতির প্রয়োগ বিগত শতাব্দীর নব্বইয়ের দশক থেকে শুরু হয়েছে। বস্তুতপক্ষে ১৯৯১ সালে এর সূত্রপাত বলা চলে। তখন কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন ছিল নরশিমা রাও নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকার, যার অর্থমন্ত্রী ছিলেন ডঃ মনমোহন সিং। যিনি পরবর্তীকালে (২০০৪-২০১৪) কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন প্রথম ও দ্বিতীয় ইউ পি এ সরকারের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। ১৯৯১ সাল থেকে অর্থাৎ নরসিমা রাও সরকার থেকে শুরু করে নরেন্দ্র মোদি সরকার প্রত্যেকেই একই নীতি অনুসরণ করে চলেছে। অবশ্য ২০১৪ সালে কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন বিজেপি জোট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এই নীতিতে যুক্ত করা হয়েছে এক নতুন মাত্রা। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বেসরকারীকরণ বা বিলগ্নীকরণ এখন আর শুধু শিল্প সংস্থাতেই সীমাবদ্ধ নেই, তা এখন আক্রমণাত্মকভাবে সরকারী পরিষেবাতেও সম্প্রসারিত। বিশেষত রেল, প্রতিরক্ষা, ব্যাঙ্ক, বীমা প্রভৃতি আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে।

এইসব নীতি ও তার ফলাফলের বিরুদ্ধে দেশের শ্রমিক-কর্মচারী সমাজ এপর্যন্ত বারোটি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও মধ্যবিত্ত কর্মচারী-শিক্ষকদের সর্বভারতীয় ফেডারেশনগুলির ডাকে ১৮টি সর্বভারতী, সাধারণ ধর্মঘট সংগঠিত করেছে। সর্বশেষ ধর্মঘট সংগঠিত হয়েছে ২০১৯ সালে ৮-৯ জানুয়ারি। এই ধর্মঘটে প্রায় বিশ কোটি শ্রমিক-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেছিলেন। ২০১৯ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর দিল্লীতে অনুষ্ঠিত কনভেনশন থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে যে আগামী বছর (২০২০) ৮ জানুয়ারি ১২ দফা দাবিতে, পুনরায় ধর্মঘট সংগঠিত হবে। ২০১৯ সালে যে সমস্ত দাবিতে ধর্মঘট সংগঠিত হয়েছিল, এবারের ধর্মঘটেও প্রায় একই দাবি রয়েছে। এই দাবি সনদে রাজ্য সরকারী কর্মচারী, বোর্ড, কর্পোরেশন, ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতের কর্মচারীদের দু'দফা দাবি যুক্ত হয়েছে। এ দুটি হলো (ক) বেতন কমিশনের সুপারিশের বকেয় প্রদান ও কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতার বকেয়া কিস্তিগুলি প্রদান এবং (খ) নেতৃত্বের বদলি সহ সমস্ত ধরনের নীতিহীন বদলির আদেশনামা বাতিল ও পূর্ণ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার হরণের চেষ্টা বাতিল।

এই ধর্মঘটে আর.এস.এস পরিচালিত বি.এম.এস এবং এ রাজ্যের শাসকদল আইএন টি টি ইউ সি ব্যতীত সব কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নসহ মধ্যবিত্ত কর্মচারী-শিক্ষকদের সর্বভারতীয় ফেডারেশনগুলি অংশগ্রহণ করবে। গত ৩০ সেপ্টেম্বর জাতীয় কনভেনশনের পর এই রাজ্যে রাজ্য কনভেনশন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর জেলায় জেলায় কনভেনশন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এছাড়াও ধর্মঘটের দাবীগুলি নিয়ে দেশের সর্বত্র ব্যাপক প্রচারের কর্মসূচী প্রতিপালিত হয়ে চলেছে। দেশের বর্তমান আর্থ সামাজিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে দাবী সনদের গুরুত্বকে ব্যাখা করা হচ্ছে।

এক

এটা ঠিক যে, আসন্ন ৮ জানুয়ারির ধর্মঘটের দাবী সনদের সাথে ২০১৯ সালে ৮-৯ জানুয়ারির ধর্মঘটের দাবী সনদের বিশেষ পার্থক্য নেই। এর একটাই কারণ তা হলো দাবিগুলি মীমাংসিত হয়নি। বিগত পাঁচ বছরে সংগঠিত একাধিক সাধারণ ধর্মঘটে এইসব দাবী উত্থাপিত হলেও কেন্দ্রীয় সরকার তা মীমাংসার জন্য বিন্দুমাত্র উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। তাই প্রতিটি ধর্মঘটেই দাবী সনদ অপরিবর্তিত থেকে গেছে।

প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন, ধর্মঘটের দাবী সনদ অপরিবর্তিত থাকলেও, বিগত এক বছরের মধ্যে আর্থ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে গেছে বিশেষত বিগত এক বছরে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে গেছে এবং ঘটে চলেছে। কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকার ও তাঁদের বশংবদরা বলে চলেছেন যে বিশ্ব অর্থনীতির মন্দার প্রভাবে এ দেশের অর্থনীতি আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। বলা বাহুল্য এ বক্তব্য আদৌ সত্য নয়। কারণ বিগত এক দশকের অধিক সময় ধরে বিশ্ব অর্থনীতি মন্দায় আক্রান্ত। কিন্তু ভারতে এর প্রভাব তো তৎক্ষণাৎ পড়েনি। কারণ বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্কটের প্রভাব থেকে সেইসময় জাতীয় অর্থনীতিকে রক্ষা করার জন্য বেশকিছু প্রতিষেধক ব্যবস্থা ছিল, যা বিগত পাঁচ বছর মোদি সরকারের একের পর এক ব্যবস্থাগ্রহণের মধ্য দিয়ে তুলে দেওয়া হয়েছে বা হচ্ছে। ফলে জাতীয় অর্থনীতির ভিত্তি এখন দুর্বল। তাছাড়া এই অর্থনীতির পরিণতিতে দেশে আয় ও সম্পদের বৈষম্য অতীতের যেকোনো সময়ের তুলনায় ব্যাপকভাবে ক্রমবর্দ্ধমান। সম্প্রতি প্রকাশিত এক সরকারি পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে দেশের ৫০ শতাংশ মানুষের মোট যে সম্পদ তা রয়েছে মাত্র ৯ জন ধনী বক্তির কাছে কুক্ষিগত। অন্যদিকে ৬০ শতাংশ মানুষের হাতে রয়েছে জাতীয় সম্পদের মাত্র ১ শতাংশ। দেশে বেকারীর হার বিগত পাঁচ দশকের মধ্যে সর্বোচ্চ। পূর্ববর্তী ধর্মঘটগুলির সময়কার পরিস্থিতির তুলনায় বর্তমান পরিস্থিতির এই বিপুল পার্থক্যই আগামী ধর্মঘটের গুরুত্ব ও তাৎপর্যকে অনেকগুণ বৃদ্ধি করেছে।

গত ধর্মঘটের সময়ের পরিস্থিতির সাথে বর্তমান ধর্মঘটের পরিস্থিতির পার্থক্যের দ্বিতীয় দিকটি হলো সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনের পর হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ সংহত হবার ফলে ধর্মীয় ও ভাষাগত সংখ্যালঘুদের অধিকারের উপর আক্রমণ আরো বাড়ছে। তাই এইসব সংগ্রামে ব্যাপক সংখ্যক মানুষকে সমবেত করতে হবে। গত পাঁচ বছর বিভিন্ন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে আর.এস.এসের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতিতে তা আরো বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে সাংবিধানিক সাধারণতন্ত্রকে আর এস এস -এর মতাদর্শগত পরিকল্পনা অনুযায়ী 'হিন্দু রাষ্ট্র'-এ পরিণত করতে সাংবিধানিক কর্তৃত্বকে আরো হেয় প্রতিপন্ন করা হবে। ভারতীয় জনতা পার্টির জয়ের মূল কারণ হলো ভারতে 'নিরাপত্তা রাষ্ট্র' গঠনের প্রয়োজনীয়তা। এই জয়ে ব্যক্তি স্বাধীনতা বিশেষত সমালোচনার অধিকার খর্ব করার প্রক্রিয়া আরো জোরদার হবে। ইতোমধ্যেই এর ইঙ্গিত স্পষ্ট। কোনো না কোনো অজুহাতে দলিত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জনগণের উপর আক্রমণ সংগঠিত হচ্ছে। ফলে গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার জন্য ব্যাপক ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে।

দ্বিতীয়বারের জন্য মোদি সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর পরই এক স্বৈরতান্ত্রিক মনোভাব নিয়ে দেশের সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির উপর আক্রমণ নামিয়ে এনেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা চলে সংবিধানের ৩৭০ ধারা প্রত্যাহার, ইউ এ পি এ আইন পরিবর্তন, তথ্য জানার অধিকার আইন পরিবর্তন প্রভৃতি। এসব ঘটনাবলী ইঙ্গিত দেয় শ্রমিকশ্রেণী ও কর্মচারী সমাজের কছে এই বিশাল চ্যালেঞ্জ অতীতের যে কোনো সময়ের তুলনায় অনেক বেশি গুরুতর। এই চ্যালেঞ্জকে মোকাবিলা করা সম্ভব শ্রমিকশ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধ করে আন্দোলন গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে।

দুই

গত কয়েক বছরের সাধারণ ধর্মঘটগুলির প্রেক্ষাপটের তুলনায় এবারের ধর্মঘটের প্রেক্ষিতে যেসব গুরুত্বপূর্ণ উপাদান রয়েছে, তা আগামী ৮ জুনায়ারির সাধারণ ধর্মঘটকে নতুন মাত্রা দিয়েছে। এই প্রেক্ষিতেই দাবী সনদকে বিচার করতে হবে।

ধর্মঘটের দাবী সনদে বেশ কয়েকটি দাবী রয়েছে যা চরিত্রের দিক থেকে অর্থনৈতিক হলেও, অন্তর্বস্তুর দিক থেকে রাজনৈতিক এবং দেশের মন্দাজনিত পরিস্থিতির মোকাবিলায় সহায়ক হবে। জাতীয় অর্থনীতিকে মন্দা যেভাবে গ্রাস করেছে, তা ব্যাপক এবং দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এর প্রধান কারণ চাহিদার অভাব। মানুষের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাসের কারণেই চাহিদার অভাব তৈরি হয়েছে, ফলে শিল্প এবং

২৮৩ কিলোমিটার পথ পেরিয়ে কলকাতায় পৌঁছল লং মার্চ।

কৃষি বিশেষত শিল্পজাত পণ্য বিক্রী হচ্ছে না, গুদামজাত হয়ে পড়ছে। দেশের মোটরগাড়ী উৎপাদনের ৫০ শতাংশ যারা নিয়ন্ত্রণ করে সেই মারুতি কোম্পানি, এখন তাদের কারখানায় সপ্তাহে দু'দিন করে উৎপাদন বন্ধ করছে। একই চিত্র অন্য গাড়ী উৎপাদন সংস্থাগুলিতেও। শুধুমাত্র মোটরগাড়ী শিল্পেই তিন লক্ষের বেশি শ্রমিক-কর্মচারী ছাঁটাই হয়েছেন। আবাসন শিল্পও সঙ্কটের মুখে। সারা দেশে প্রায় ৪০ লক্ষ ফ্ল্যাট অবিক্রীত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এই দুই শিল্প সঙ্কটের জেরে সিমেন্ট, ইস্পাত, রঙ, রাবার প্রভৃতি শিল্পে ব্যাপক মন্দা ছড়িয়ে পড়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকার এই মন্দা মোকাবিলায় যে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, তার ফলে এই সঙ্কট আরো বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। মানুষের হাতে অর্থের যোগান দেওয়ার পরিবর্তে তাদের ক্রয়ক্ষমতা সঙ্কোচনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যেমন শিল্পপতিদের ঋণ মুকুব করে দেওয়া, ঋণের উপর সুদের হার হ্রাস, বিভিন্ন ধরনের কর বা শুল্ক হ্রাস প্রভৃতি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থাৎ 'সাপ্লাই সাইড ইকনমিক্স' প্রাধান্য পেয়েছে। কিন্তু উপেক্ষিত হয়েছে 'ডিম্যান্ড সাইড ইকনমিক্স'। অথচ এটিই ছিল জরুরী। কিন্তু সাপ্লাই সাইড ইকনমিক্স-এর ওপর জোর দেওয়ার ফলে সঙ্কট আরো বাড়ছে। যেমন ব্যাঙ্কে সুদের হার হ্রাস করার ফলে শিল্পপতি, পুঁজিপতিদের সুবিধাজনক শর্তে ব্যাঙ্ক ঋণ পাওয়া সম্ভব হচ্ছে। কিন্তু অন্যদিকে ব্যাঙ্কের সঞ্চিত অর্থের উপর প্রাপ্ত সুদের উপর অনেক মানুষ বিশেষত প্রবীণ নাগরিকরা নির্ভরশীল। সুদের হার হ্রাস পাওয়ায় এইসব প্রবীণ নাগরিকবৃন্দের চাহিদা হ্রাস পাচ্ছে। আসন্ন ধর্মঘটের দাবী সনদে ন্যূনতম একুশ হাজার টাকা বেতন, দশ হাজার টাকা ন্যূনতম পেনশন, কর্মসংকোচনের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে বেকারি নিয়ন্ত্রণ, সকল শ্রমিকদের জন্য সর্বজনীন সমাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুনির্দিষ্ট করা, সর্বজনীন গণবন্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে দ্রুত জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণ ও পণ্য বাজারে ফাটকা কারবারে নিষেধাজ্ঞা, 'রেগা' প্রকল্পে বছরে ২৫০ দিনের কাজ, ৬৫০ টাকা দৈনিক মজুরি প্রভৃতি দাবী 'ডিমান্ড সাইড ইকনমি'কে শক্তিশালী করবে। অর্থাৎ বাজারে চাহিদার অভাবকে দূর করবে। বাজার চাঙ্গা হবে।

জাতীয়, অর্থনীতির অন্যতম সমস্যা হলো সার্বভৌমত্বের সমস্যা। এর একটি রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি রয়েছে। বস্তুত পক্ষে আমাদের দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক, রাষ্ট্রায়ত্ত বীমা সম্মিলিতভাবে নির্মাণ করেছে অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব। আর এই অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব হল দেশের রাজনৈতিক গণতন্ত্রের ভিত্তি। আমাদের রাজনৈতিক গণতন্ত্রের ক্রমশ শক্তিশালী হওয়ার প্রেক্ষিতে ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে ওঠা অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব বর্তমানে আক্রান্ত। নব্য উদার নীতির যুগে বিশেষত নরেন্দ্র মোদি সরকারের শাসনকালে এই অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব ব্যাপক ভাবে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। নরেন্দ্র মোদি সরকারের আমলে প্রথমত রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার সরকারি অংশীদারিত্ব পঞ্চাশ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনা, যার মধ্য দিয়ে এগুলির পরিচলনা ভার ও মালিকানা বেসরকারী সংস্থার কাছে হস্তান্তর করা হচ্ছে। দ্বিতীয়ত কেন্দ্রীয় পরিষেবা সমূহ বিশেষত রেল, প্রতিরক্ষা, বীমা, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হচ্ছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা চলে যে রেলকে কর্পোরেটাইজেশনের নামে রেলের কারখানাকে কর্পোরেটাইজ করা ৫০টি স্টেশনকে উন্নত করা এবং যাত্রীদের ভর্তুকি ছেড়ে দিতে আহ্বান করা। গোটা দেশে রেলকে সমস্ত ধরনের সাজ সরঞ্জাম সরবরাহ করে এমন ধরনের সাতটি লাভজনক সংস্থা যেমন চিত্তরঞ্জন লেকোমেটিভ ওয়ার্কর্স, চেন্নাইয়ের ইন্টিগ্র্যাল কোচ ফ্যাক্টরি, বেনারসের ডিজেল লোকোমেটিভ ওয়াকর্স, রায়বেরিলির মডার্ন কোচ ফ্যাক্টরি, পাতিয়ালার ডিজেল লোকো মডার্নাইজেশন ওয়ার্কর্স এবং বেঙ্গালুরুর রেল হুইল ফ্যাক্টরিকে সংযুক্ত করে নতুন একটি সংস্থা ইন্ডিয়া রেলওয়েজ রোলিং স্টক কোম্পানি তৈরি করে তার আওতায় নিয়ে আসা অর্থাৎ রেলমন্ত্রক আর এসব সংস্থার দায়িত্ব নেবে না।

যে ৫০টি স্টেশনকে সাজানোর উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে সেগুলিকে তুলে দেওয়া হবে বেসরকারী সংস্থার হাতে। এইসব সংস্থার স্টেশন সংলগ্ন রেলের জমিতে বাজার, মল, সিনেমা হল নির্মাণের অধিকার পাবে। বেসরকারী সংস্থাকে দিয়ে রেল চালানোর কর্মসূচী রয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে একটি-দুটি রুটে ট্রেন চলানো দায়িত্ব দেওয়া হবে বেসরকারী সংস্থার হাতে। তারা প্রয়োজনে অন্য সংস্থাকে ডেকে আনতে পারে।

দেশের সুরক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা উৎপাদন ক্ষেত্রও এখন বেসরকারীকরণের লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে। ফ্রান্সের সাথে রাফালে চুক্তিতে কিভাবে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থা হ্যালকে বঞ্চিত করা হয়েছে, তা এখন আর দেশবাসীর অজানা নেই। রেলের ন্যায় প্রতিরক্ষা উৎপাদন ব্যবস্থাকে বেসরকারী কোম্পানির হাতে তুলে দেওয়ার ষড়যন্ত্র হচ্ছে। সারা দেশে বর্তমানে ৪১৯টি অর্ডিনান্স ফ্যাক্টরী রয়েছে। এগুলির শীর্ষে রয়েছে অর্ডিনান্স ফ্যাক্টরী বোর্ড। এর সদর

ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

এর আগের সর্ব ভারতীয় ধর্মঘট

(১) ২৯ নভেম্বর, ১৯৯১ (২) ১৬ জুন, ১৯৯২, (৩) ৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩, (৪) ২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৪, (৫) ১১ ডিসেম্বর, ১৯৯৮, (৬) ১১ মে ২০০০, (৭) ১৬ এপ্রিল, ২০০২, (৮) ২১ মে, ২০০৩, (৯) ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৪, (১০) ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০০৫, (১১) ১৪ ডিসেম্বর ২০০৬, (১২) ২০ আগস্ট, ২০০৮ (১৩) ৭ সেপ্টেম্বর, ২০১০ (১৪) ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১২, (১৫) ২০-২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৩, (১৬) ২ সেপ্টেম্বর, ২০১৬, (১৭) ২ সেপ্টেম্বর, ২০১৭, (১৮) ৮-৯ জানুয়ারি, ২০১৯।

পঞ্চম পৃষ্ঠার পর

ধর্মঘট সর্বাত্মক সাফল্যমণ্ডিত করতে হবে

দপ্তর কোলকাতায় অবস্থিত। এইসব কারখানায় লক্ষাধিক শ্রমিক কর্মচারী কর্মরত। এইসব কারখানার মধ্যে সব থেকে পুরাতন কারখানা হলো ইছাপুর রাইফেলস। গোটা দেশে এটিই একমাত্র সংস্থা যারা সেনাবাহিনীর জন্য রাইফেলস তৈরি করে।

বহুজাতিক সংস্থা লকহিড মার্টিন এবং বি.এ.ই সিস্টেমস-এর অনুকরণে অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরি বোর্ডকে অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরি কর্পোরেশন-এ রূপান্তরিত করতে চাইছে। এ সম্পর্কিত সরকারি দলিলে বলা হয়েছে, প্রথম পাঁচ বছর অর্ডিনান্স ফ্যাক্টরি কর্পোরেশন পরিচালনার অর্থ কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করবে। পাঁচ বছর পর নিজের পায়ে কর্পোরেশনকে দাঁড়াতে হবে। অর্থাৎ তখন প্রয়োজনে কর্পোরেশন 'বাড়তি' কর্মচারী ছাঁটাই করতে পারবে। সরকারের এই নীতিকে সোৎসাহে সমর্থন করেছেন সেনাপ্রধান।

দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত বিমান বন্দর এবং বিমান পরিবহন সংস্থা দুটিকে বেসরকারীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করছে কেন্দ্রীয় সরকার। এর মধ্যে এয়ার ইন্ডিয়া সংস্থাকে বিক্রী করতে কেন্দ্রীয় সরকার সচেষ্ট। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য কম ভাড়াতে পরিষেবা দেওয়া সত্ত্বেও বিগত চার বছরে মুনাফা করেছে এয়ার ইন্ডিয়া। ২০১৮-১৯ সালে এয়ার ইন্ডিয়ার মুনাফার পরিমাণ ছিল ১৬৯ কোটি টাকা। ২০১৭-১৮ সালে সংস্থার আয়ের পরিমাণ ছিল ৩৬২০ কোটি টাকা। ২০১৮-১৯ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৪২২০ কোটি টাকা। যাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ১২ শতাংশ হারে। এতদ্‌সত্ত্বেও এয়ার ইন্ডিয়াকে থ্রো অ্যাওয়ে প্রাইস'-এ বিক্রী করে দিতে কেন্দ্রীয় সরকার উদ্যোগ নিচ্ছে। দেশে মোট বিমানবন্দরের সংখ্যা ১২৩টি। এর মধ্যে ২৫টি বিমানবন্দরকে বেসরকারী সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। ৬টি লাভজনক বিমান বন্দরকে আদানি গোষ্ঠীর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে আমেদাবাদ, লক্ষ্ণৌ, বেঙ্গালুরু, তিরুবনন্তপুরম, জয়পুর ও গৌহাটি।

দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত টেলিকম সংস্থা বি.এস.এন.এল এবং এম.টি.এন.এলকে তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করছে কেন্দ্রীয় সরকার। আম্বানি পরিচালিত জিও টেলিকম সংস্থাকে বাজার পাইয়ে দিতেই এই কাজ করা হচ্ছে। বি.এস.এন.এলের ঠিকা কর্মীরা বিগত ফেব্রুয়ারি মাস থেকে বেতন পাচ্ছেন না। এমনকী স্থায়ী কর্মীদের মাসিক বেতনও অনিয়মিত হয়ে পড়েছে কেন্দ্রীয় সরকার ছয় হাজার কোটি টাকার স্বেচ্ছা অবসর প্রকল্প চালু করেছে।

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক এবং বীমা ব্যবসাও বেসরকারী করণের ধাক্কায় আক্রান্ত। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির মোট সম্পদের পরিমাণ ১৪০ লক্ষ কোটি টাকার বেশি। সর্বশেষে আর্থিক বছরে অপারেশনাল প্রফিটের পরিমাণ এক লক্ষ কোটি টাকার বেশি। বর্তমানে বেসরকারীকরণের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে দশটি ব্যাঙ্কের সংযুক্তিকরণের মধ্য দিয়ে চারটি ব্যাঙ্কে পরিণত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। একইরকমভাবে রাষ্ট্রায়ত্ত জীবন বীমা ও সাধারণ বীমা ব্যবসাকে তুলে দেওয়ার ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। বর্তমানে জীবন বীমার লাইফ ফান্ডের পরিমাণ ৪০ লক্ষ কোটি টাকা। জি.আই.সি-র উদ্বৃত্ত মূল্যের পরিমাণ চার লক্ষ কোটি টাকা।

সুতরাং রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাকে ধ্বংস করার অর্থ বিপুল পরিমাণে সরকারি সম্পদ, জাতীয় সম্পদ তা লুটেরা শিল্পপতিদের হাতে তুলে দেওয়ার ষড়যন্ত্র চলছে, আর তার নেতৃত্ব দিচ্ছে দেশের শাসকশ্রেণী ও তাদের প্রতিনিধি বিজেপি জোট পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার।

দুই

নব্য উদারনীতি ও তার ফলাফলের বিরুদ্ধে বিগত শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকের শুরু থেকে এ পর্যন্ত ১৮টি ধর্মঘট সংগঠিত হয়েছে। আগামী ৮ জানুয়ারি হতে চলেছে ঊনিশতম সাধারণ ধর্মঘট। প্রত্যেকটি সাধারণ ধর্মঘটে পূর্বের ধর্মঘটের তুলনায় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এইসব ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে যেভাবে কেন্দ্রীয় সরকার এই নীতি প্রয়োগ করতে চেয়েছিল তা সে পারেনি। এইসব আন্দোলনের মধ্য দিয়ে প্রতিরক্ষা সাজ সরঞ্জাম উৎপাদনের ৪১টি কারখানার বেসরকারীকরণ প্রক্রিয়া বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে। একইভাবে আন্দোলনের চাপে কয়লা শিল্পে একশ শতাংশ বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের প্রস্তাবকে স্থগিত রাখতে কেন্দ্রীয় সরকার বাধ্য হয়েছে। ব্যাঙ্ক সংযুক্তিকরণের প্রস্তাবও আন্দোলনের চাপে স্থগিত রাখতে কেন্দ্রীয় সরকার বাধ্য হয়েছে। সুতরাং আসন্ন এই দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটকে সর্বাত্মক সাফল্যমণ্ডিত করতে সকল স্তরে ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে।

আসন্ন ধর্মঘটের অপর একটি লক্ষ্য রয়েছে যা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নরেন্দ্র মোদি সরকার ২০১৪ সালে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর সাম্প্রদায়িক বিভাজনের রাজনীতি ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। বিগত সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচন সমগ্র প্রচারে মানুষের জীবনের মৌলিক সমস্যাগুলিকে দূরে সরিয়ে রেখে এই ধরনের বিষয়কে নিয়ে প্রচার করা হয়েছে। এই প্রচারে সাফল্য পেয়ে আরো উদ্যোগী হয়ে জনগণের মৌলিক সমস্যা থেকে দৃষ্টি অন্যত্র সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। এই মুহূর্তে দারিদ্র, বেকারী, মূল্যবৃদ্ধি, কর্মহীনতা, কৃষিক্ষেত্রে ভয়ঙ্কর সঙ্কট সাধারণ মানুষ জর্জরিত। এসব বিষয়কে মোকাবিলা করার পরিবর্তে কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বাতিল, এন.আর.সি, নাগরিক বিল, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের হুমকি প্রভৃতি বিষয়কে সামনে আনা হয়েছে। কিন্তু এসব প্রচার খুব একটা যে কাজ হচ্ছে তা বলা যাবে না। মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচন, ৫১টি আসনের উপনির্বাচনী ফলাফল এর বড় প্রমাণ। কিন্তু আত্মসন্তুষ্টির কোনো অবকাশ নেই। জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলিকে নিয়ে গড়ে ওঠা শ্রেণী আন্দোলন ও গণ আন্দোলনই পারে, ধর্মীয় উন্মাদনার এই ঘৃণ্য রাজনীতিকে প্রতিরোধ করতে। আসন্ন ধর্মঘটের এও এক অন্যতম লক্ষ্য।

তিন

পশ্চিমবাংলার পরিস্থিতিতে আসন্ন ধর্মঘটের গুরুত্ব অপরিসীম। রাজ্যে ৮ বছর ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেসরে সরকারের অপশাসন জনগণের জীবন-জীবিকা, গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক অধিকার বিপন্ন। রাজ্যের শাসকদলের প্রতিযোগিতামূলক সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতির পরিণতিতে রাজ্যের ঐতিহ্যমণ্ডিত সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আজ বিপন্ন।

রাজ্য কর্মচারী ও রাজ্য সরকারের উপর নির্ভরশীল বোর্ড কর্পোরেশন ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত কর্মচারীরা আজ আক্রান্ত। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব থেকে শুরু করে সর্বস্তরের কর্মী সংগঠকদের প্রতিহিংসামূলক বদিল করা হয়েছে। বহু টালবাহানার পর দীর্ঘ চারবছর পর পে-কমিশনের এক বিকলাঙ্গ সুপারিশ ঘোষিত হয়েছে। এইপ্রথম একটি বেতন কমিশন কার্যকর হচ্ছে যেখানে কোনো বকেয়া নেই। বাড়ী ভাড়া ভাতার হার হ্রাস করা হচ্ছে। অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের মধ্যে পেশনের ফারাক ঘটে গেছে। মহার্ঘভাতার অধিকার কেড়ে নেয়া হচ্ছে। সুতরাং এই রাজ্যের জনগণ সহ কর্মচারীদের কাছে এই ধর্মঘট বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং সর্বাত্মক উদ্যোগ নিয়ে আসন্ন ধর্মঘটকে সাফল্যমণ্ডিত করতে হবে। □

চতুর্থ পৃষ্ঠার পর

মোদি সরকার তথ্য লুকোচ্ছে

ভোগ ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য গোপন করার যুক্তি হিসেবে যা বলা হয়েছে তা অবাস্তব। সরকারের মতে তথ্যের মান সন্তোষজনক নয়। কিন্তু এটা বিচার করার ভার একদল আমলা ও কিছু বাছাই করা ''বিশেষজ্ঞদের' না দিয়ে, ছেড়ে দেওয়া যেতে পারত গবেষক ও সাধারণ মানুষের ওপর। সরকার তথ্য প্রকাশ করে এমন একটা অবস্থান নিতে পারত যে, এই তথ্যাবলী নিয়ে খুব বেশী ভাবার প্রয়োজন নেই কারণ তথ্যের মান ভাল নয়।

বাস্তবে, যখন ২০০৯-১০ সালে ভোগ ব্যয়ের ওপর পঞ্চবার্ষিকী সমীক্ষায় দেখা গেল যে ২০০৪-০৫ সালের তুলনায় দারিদ্র অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে, সেই সময়ের সরকার ২০১১-১২ সালে নতুন করে বড় আকারের নমুনা সমীক্ষার নির্দেশ দিয়েছিল। কারণ হিসেবে যুক্তি দেখানো হয়েছিল যে, ২০০৯-১০ সালের সমীক্ষা যেহেতু খরা চলাকালিন কার্যকরী করা হয়েছিল। কিন্তু এত্‌দসত্ত্বেও সরকার ২০০৯-১০ সালের তথ্য প্রকাশ করেছিল। এবং সত্যিই ২০১১-১২ সালে, যে বছর ফসল ভালো হয়েছিল, মাথাপিছু ভোগ ব্যয় ২০০৯-১০ সালের তুলনায় অনেকটাই ভালো জয়াগায় পৌঁছে গেছিল, যদিও তা নয়া উদারবাদ পর্বে দারিদ্র (প্রয়োজন মতন ক্যালরি থেকে বঞ্চিত) বৃদ্ধি পাচ্ছে এই সিদ্ধান্তকে খারিজ করতে পারেনি।

বাস্তবে এই প্রথম সরকারী পরিসংখ্যান সমীক্ষা কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ গোপন করা হলো, ফলে সমীক্ষার জন্য করা সমস্ত ব্যয় জলে চলে গেল। একটা সরকারের পক্ষে এটা অবিশ্বাস্য পাগলামো, যে, দেশের সম্পদ খরচ করে একটা সমীক্ষা হলো, কিন্তু আচ্ছে দিনের ফানুস যাতে ফেটে না যায়, তারজন্য সমীক্ষার ফলাফল গোপন করা হলো।

যা আরো দুশ্চিন্তার বিষয় তা হলো, এ দেশের বুকে জওহরলাল নেহেরুর প্রধানমন্ত্রীত্বকালে, অধ্যাপক পি সি মহলীনবিশের নেতৃত্বে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে যে পরিসংখ্যান ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল, এই সরকারের খ্যাপামির জন্য তা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। জাতীয় নমুনা সমীক্ষা, যা মহলানবিশ গড়ে তুলেছিলেন, যা ছিল পৃথিবীর বৃহত্তম নমুনা সমীক্ষা, এমন একটি তথ্যসূত্র, তৃতীয় বিশ্বে যার কোনো নজির ছিল না, যা ছিল দেশের গর্ব এবং গবেষণার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এটিকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলা, সরকারের নিজস্ব সাফল্যের দাবির অন্তঃসারশূন্যতাকে আড়াল করার জন্য এই মূল্যবান সূত্রটিকে ধ্বংস করা একধরনের অপরাধমূলক দায়িত্বহীনতার উদাহরণ।

সরকার যুক্তি দেখাচ্ছে যে, ভোগ ব্যয় সংক্রান্ত পরিসংখ্যানের মান খারাপ কারণ এটি অন্যান্য সরকারী সূচকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কিন্তু অন্যান্য সূত্র থেকে যে ছবি বেড়িয়ে আসছে, তার সাথে এই পরিসংখ্যানের সম্পূর্ণ মিল রয়েছে। এই পরিসংখ্যান কর্মহীনতার পরিসংখ্যানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এগুলি উপরে উল্লিখিত কৃষি আয় সংক্রান্ত পরিসংখ্যানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এগুলি বর্তমান আর্থিক অধোগতি, যখন প্রতিদিনই এর হতাশাজনক অবস্থার কোনো না কোনো সংবাদ প্রকাশিত হচ্ছে, তার সাথে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ। বিস্কুটের মতন সামান্য একটি ভোগ্যপণ্যের বিক্রী কমছে মানে মাথাপিছু ভোগ ব্যয় চূড়ান্ত আকারে হ্রাস পাচ্ছে।

যখন দেশকে মারাত্মক আর্থিক সংকট গ্রাস করছে, তখন প্রাপ্ত তথ্যকে বিশ্লেষণ করে এই সংকটের চরিত্র অনুধাবন না করে, মোদি সরকার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য গোপন করছে। এ থেকেই বোঝা যায় সংকট থেকে বেড়িয়ে আসার জন্য এই সরকারের আন্তরিকতা কতটা। □

অনুবাদঃ সুমিত ভট্টাচার্য

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কর্মচারী-শিক্ষকদের সুবিশাল সমাবেশ

স্টিয়ারিং কমিটির পক্ষে সংকেত চক্রবর্ত্তী, জেসিএ অব ইউনিভার্সিটি এমপ্লয়িজ-এর পক্ষে অঞ্জন ঘোষ, অল বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল ওয়াকার্স ইউনিয়ন-এর পক্ষে দীপক মিত্র। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিজয় শঙ্কর সিংহ প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আরো বলেন, আজকের জমায়েতের চেহারা প্রমাণ করে দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী- বোর্ড কর্পোরেশন সহ রাজ্যের কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত সমগ্র অংশের শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষক সমাজ কতটা ক্ষুব্ধ। রাজ্য সরকারী কর্মচারী ও শিক্ষকদের জন্য ষষ্ঠ বেতন কমিশনের সুপারিশ ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। আর তা করা হয়েছে বেতন কাঠামোর সমস্তরকম নির্দেশিকাকে উপেক্ষা করেই। বেতন কমিশন তার সুপারিশ রাজ্য সরকারের কাছে জমা দিয়েছে। কিন্তু তার মধ্যে বহু অসঙ্গতি রয়ে গিয়েছে। ওই ঘোষণায় মহার্ঘভাতা ও বকেয়া সম্পর্কে কোনো কথা বলা হয়নি। এমনকি বেতন কমিশনের সুপারিশের কাগজপত্র কর্মী সংগঠনগুলিকে দেওয়া হয়নি। বর্তমান রাজ্য সরকারের কর্মচারী স্বার্থবিরোধী মনোভাবের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক আর্থিক বঞ্চনার বিরুদ্ধে, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি পশ্চিমবঙ্গের কর্মচারী সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করে লাগাতার আন্দোলন সংগ্রামের কর্মসূচী জারী রেখেছে। বেতন কমিশনে দ্রুত প্রকাশ ও কার্যকর এবং বকেয়া মহার্ঘভাতা আদায়ের লক্ষ্যে নবান্ন অভিযান সংগঠিত হয়েছে, দু-দুবার ষষ্ঠ বেতন কমিশনের সদর দপ্তর বিকাশ ভবন অভিযান হয়েছে, দ্বিতীয়বার পশ্চিমবঙ্গের কর্মচারী সমাজ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্বে প্রশাসনের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে পুলিশের স্টীলের ব্যারিকেড ভেঙ্গে বিকাশ ভবনকে দীর্ঘসময় অবরুদ্ধ করে রেখেছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে ব্যারিকেড ভাঙ্গার জন্য কর্মী-নেতৃত্বের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগে FIR করা হলেও রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গের কর্মচারী সমাজ তাদের ধারাবাহিক লড়াই আন্দোলনের কর্মসূচী থেকে পিছিয়ে আসেনি। বরং আরো বেশী বেশী জমায়েত-আন্দোলন সংগ্রাম এ সামিল হয়েছে। আজকে যখন এই সমাবেশ সংগঠিত হচ্ছে তখন কলকাতার লবণ হ্রদ অঞ্চল থেকে সমাবেশে আসা একটি বাসের ওপর আক্রমণ সংগঠিত করেছে দুস্কৃতিরা। তালতলা অঞ্চলে ঘটা এই আক্রমণে কয়েকজন কর্মচারী আহত হয়েছেন। সমাবেশের পক্ষ থেকে এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করছি এবং পুলিশ-প্রশাসনের কাছে অবিলম্বে দুস্কৃতিদের গ্রেপ্তার ও শাস্তির দাবী জানাচ্ছি। তিনি আরো বলেন নূন্যতম বেতন নির্ধারণে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকা (১৮ হাজার টাকা) মানা হয়নি, ফলস্বরূপ নূন্যতম বেতনের ভিত্তি কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। তা চলে গিয়েছে ১৮ হাজার টাকার নীচে। সেকথাই এদিন মুখ্যমন্ত্রীকে সরাসরি বলতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসতে হয়েছে। তিনি দেখা করেননি। আমরা সমস্ত সংগঠনের পক্ষ থেকে পাঁচজন প্রতিনিধি নবান্নতে গেছিলাম কিন্তু মাত্র ২ জন প্রতিনিধিকে পুলিশের ভ্যানে চাপিয়ে অপরাধীদের মতো নিয়ে যাওয়া হয়েছে। রাজ্য প্রশাসনের উদ্দেশ্যে এই সমাবেশের পক্ষ থেকে আমরা হুশিয়ারি দিচ্ছি আমরাও এর শেষ দেখে ছাড়বো। ন্যায্য অধিকার না পেলে এরপর আবার নবান্ন ঘেরারও-এর কর্মসূচী করব আমরা।

এদিনের সমাবেশের প্রধান বক্তা বিধানসভার বাম-পরিষদীয় দলনেতা ডঃ সুজন চক্রবর্ত্তী সমাবেশের শুরুতেই উপস্থিত কর্মী-নেতৃত্বদের অভিনন্দন জানান এদিনের সুবিশাল সমাবেশে উপস্থিত হওয়ার জন্য। বক্তব্যের শুরুতেই তিনি তালতলায় কলকাতা লবণ হ্রদ অঞ্চলের বাস থামিয়ে কর্মচারীদের আক্রমণ এবং ভাঙচুরের ঘটনাকে তীব্র ধিক্কার জানান এবং প্রশাসনের উদ্দেশ্যে দাবি জানান দোষীদের দ্রুত গ্রেপ্তারের। সুজন চক্রবর্ত্তী বলেন, আক্রমণ করে, ভয় দেখিয়ে কর্মচারী শিক্ষকদের রোখা যাবে না। সরকারকে কর্মচারীদের প্রাপ্য অধিকারের বিষয় নিশ্চিত করতেই হবে। এই সরকার শুধুমাত্র কর্মচারীর দাবি আদায়ে নবান্নে শ্লোগান দেওয়ার জন্য রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির ১৫ জন নেতৃত্বকে বদলী করেছেন সুদূর দার্জিলিং থেকে মুর্শিদাবাদের প্রত্যন্ত অঞ্চলে, উদ্দেশ্য সংগঠনকে দুর্বল করা। কিন্তু রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির ইতিহাসে ইতিপূর্বেও বহু মুখ্যমন্ত্রী এই চেষ্টা করেছেন কিন্তু সফল হননি, ভবিষ্যতেও হবেন না। বর্তমান রাজ্য সরকার তার মন্ত্রিসভার সদস্যদের বেতন বাড়াতে পারে অথচ কর্মচারী ও শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী- বোর্ড কর্পোরেশনে কর্মরতদের দাবির কথা শুনতে চায়না। নিজের বেতন বাড়ানোর কাগজপত্রে যে কলমে নিজে সই করছেন মুখ্যমন্ত্রী, আগামীদিনে সেই কলমটাই আর থাকবে না তাঁর কাছে, সেইদিন আর বেশী দেরী নেই। সরকারী কর্মচারী -শিক্ষক যাঁরাই বঞ্চনার বিরুদ্ধে লড়াই-আন্দোলনে সামিল হচ্ছেন তারা সকলেই অন্যায় বদলী ও গ্রেপ্তারের নির্দেশের মুখোমুখি হচ্ছেন। তিনি বলেন, বর্তমান সরকারের কাছ থেকে আর কি-ই বা আশা করা যায়। এতটাই অমানবিক এই রাজ্য সরকার যে পার্শ্বশিক্ষিকারা দাবী আদায়ে অনশন করছেন, ইতিমধ্যে একজন প্রয়াত হয়েছেন কিন্তু সরকার তাদের ন্যায্য দাবির প্রতি চূড়ান্ত উদাসীন তাই নয় অনশন মঞ্চের অদূরে আহারে বাংলার অনুষ্ঠান করছে। মেলা-খেলার সরকার চলছে। একটা মিথ্যার ওপর চলছে এই সরকার। কর্মচারী-শিক্ষকসহ বোর্ড কর্পোরেশনের ন্যায্য অধিকার যারা দিতে পারেনা তারা কোনোদিন সংবিধানকে রক্ষা করে চলতে পারেনা। ন্যায্য পাওনা কেন সরকার দিচ্ছে না ? আসলে টাকা লুঠপাট হয়ে যাচ্ছে। একে রুখতে হবে। কোনো আপস নয়, লড়াই চালাতে হবে শাসকের চোখে চোখ রেখে। অপরদিকে দেশের সরকারের সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের সঙ্গে দ্বিতীয় লক্ষ্য দেশের লাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলি বিলগ্নীকরণের নামে দেশের সম্পদ জলের দরে কর্পোরেটদের হাতে তুলে দেওয়া। দেশের দুই সরকারের এই শ্রমিক বিরোধী-শ্রমজীবি মেহনতী সাধারণ মানুষের স্বার্থবিরোধী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের আহ্বানে দেশের প্রধান ট্রেড ইউনিয়নগুলির নেতৃত্বে আগামী ৮ জানুয়ারি ২০১৯ সারা ভারত সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে। বিগত ধর্মঘটগুলির থেকেও এবারের ধর্মঘটকে আরো বেশী সফল করতে আমাদের প্রত্যেককে ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে।

এদিনের সমাবেশে বক্তারা সকলেই ৮ দফা দাবির প্রসঙ্গ তুলে ধরে বলেন, রাজ্য সরকার যা করছে তাতে অত্যন্ত অসম্মানিত বোধ করছেন কর্মচারী ও শিক্ষকরা। ন্যায্য দাবী থেকে বঞ্চিত করছে সরকার। আমরা দয়ার দান চাইনা। সমকাজে সমবেতন চাই। চুক্তিভুক্ত ও অস্থায়ী কর্মীদের নিয়মিতকরণ করতে হবে। অবসরপ্রাপ্তদের যত দ্রুত সম্ভব পেনশনের ক্ষেত্রে সমতা বিধান করতে হবে। এই দাবিতে ঐক্যবদ্ধভাবে আরোও জোরদার আন্দোলনে নামতে হবে আমাদের। বেতন কাঠামো ও মহার্ঘভাতার অসঙ্গতি দূর না হলে পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙ্গে ফের ঘেরাও করা হবে নবান্ন। একইসঙ্গে দাবি জানান আইন বিরুদ্ধভাবে বদলী বন্ধ করার।

কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী জেলাগুলি থেকে এদিনের সমাবেশে হাজার-হাজার কর্মচারী-শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীসহ শ্রমিক-কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন। একইসঙ্গে উত্তরবঙ্গেও বিভিন্ন জেলায় এদিনের কর্মসূচী প্রতিপালিত হয়। সমাবেশ পরিচালনা করেন অসিত কুমার ভট্টাচার্য (রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি), কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য (এবিটিএ), গৌতম মজুমদার (কেএমডিএ এমঃ এ্যাসোঃ), দেবমাল্য সোম (জয়েন্ট কাউন্সিল), নীলকমল সাহা (পঃ বঃ কলেজ শিক্ষাকর্মী ইউনিয়ন), অমল নায়েক (সারা বাংলা শিক্ষক সমিতি), চন্দ্রনাথ পাল (শিক্ষক সংঘ) ও জহরলাল চ্যাটার্জীকে (বঙ্গীয় শিক্ষক সমিতি) নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। সমাবেশে উপস্থিত সকলে দাবি প্রস্তাব সমর্থনের পরবর্তীতে সভাপতিমণ্ডলীর পক্ষে অসিত কুমার ভট্টাচার্য সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। সমাবেশের শুরুতে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাংস্কৃতিক শাখা গণসঙ্গীত পরিবেশন করেন। □

জেলা সম্মেলন

জেলা সম্মেলন

জেলা সম্মেলন

নদীয়া

ব্যাপক উৎসাহ এবং উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি, নদীয়া জেলার ১৯তম সম্মেলন। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নদীয়া জেলা দপ্তরে এই মহতী সম্মেলনের উদ্বোধন করেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য চন্দন ঘোষ। সম্মেলনকে কেন্দ্র করে সমিতি ভবন থেকে সকাল ৯টার সময় প্রায় তিন শতাধিক কর্মচারীর এক বর্ণাঢ্য মিছিল কৃষ্ণনগর শহরের একাংশ পরিক্রমা করে। এরপর সংগঠনের রক্ত পতাকা উত্তোলন ও শহীদ বেদীতে মাল্যদান কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমে রক্ত পতাকা উত্তোলন ও শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন সংগঠনের সভাপতি শান্তনু ব্যানার্জী। মাল্যদান করেন উদ্বোধক চন্দন ঘোষ, জেলার কর্মচারী আন্দোলনের নেতা ও জেলা ১২ই জুলাই কমিটির অন্যতম যুগ্ম আহ্বায়ক অজিত বিশ্বাস, জেলা সম্পাদক তিমির বিশ্বাস, যুগ্ম সম্পাদক বিশ্বজিৎ হালদার এবং তিন মহকুমা যথাক্রমে কল্যাণী, রাণাঘাট ও তেহট্ট মহকুমা সম্পাদকগণ ও অন্তর্ভুক্ত এবং সহযোগী সমিতি সমূহের সম্পাদক প্রমুখ। সম্মেলানের প্রারম্ভে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির জেলা সাংস্কৃতিক শাখার প্রতিনিধিবৃন্দ। প্রতিনিধি অধিবেশনের প্রারম্ভে শোক প্রস্তাব উত্থাপন করেন সভাপতি শান্তনু ব্যানার্জী। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন জেলার যুগ্ম সম্পাদক বিশ্বজিৎ হলাদার আয়-ব্যায়ের হিসাব পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ শিশির পাল। এছাড়াও মূল্যবৃদ্ধি, কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির বিরুদ্ধে, রাজ্য সরকারের কোষাগার থেকে প্রাপ্ত বেতনভূক শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষক প্রমুখদের আর্থিক বঞ্চনার বিরুদ্ধে, নারীর অধিকার রক্ষা, জাতীয় ও রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র সমূহের বেসরকারীকরণ, সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের বিরুদ্ধে ৮ জানুয়ারি, ২০20 সারাভারত ধর্মঘটের সমর্থনে প্রস্তাব সহ গুরুত্বপূর্ণ ৬টি প্রস্তাব সম্মেলনে উত্থাপন করা হয়। ৫টি প্রস্তাব উত্থাপন করেন সহ সম্পাদক নলিনাক্ষ বড়ুয়া এবং সমর্থনে বক্তব্য রাখেন মিতালী ভৌমিক ও শুভাশীষ চক্রবর্তী। ধর্মঘট সম্পর্কিত প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন অরিন্দম গাঙ্গুলী এবং সমর্থনে বক্তব্য রাখেন কাজল সরকার। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন, আয়-ব্যয়ের হিসাব সহ প্রস্তাবসমূহকে সমর্থন করে বক্তব্য রাখেন ২২টি অন্তর্ভুক্ত সমিতি, ২টি সহযোগী সমিতি, ৩টি মহকুমা ও ১৪টি ব্লকের নেতৃত্ব। সম্মেলনকে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন জেলার কর্মচারী আন্দোলনের নেতা ও জেলা ১২ই জুলাই কমিটির অন্যতম যুগ্ম আহ্বায়ক অজিত বিশ্বাস। সমস্ত প্রতিনিধিদের মূল্যবান ও ইতিবাচক বক্তব্যকে গুটিয়ে এনে জবাবী বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদক তিমির বিশ্বাস। সম্মেলনে উপস্থিত ২২জন মহিলাসহ মোট ২৭১ জন প্রতিনিধি উত্থাপিত প্রতিবেদন, আয়-ব্যয়ের হিসাব, প্রস্তাবসমূহ ও জবাবী বক্তব্যকে সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করেন। সম্মেলন থেকে সর্বসম্মতিক্রমে আগামী তিন বছরের জন্য ৫৫ জনের জেলা কমিটি সহ পদাধিকারী নির্বাচিত হয়েছেন যথাক্রমে সভাপতি নলিনাক্ষ বড়ুয়া, সহ সভাপতিদ্বয় মিতালী ভৌমিক ও দুলাল চন্দ্র বসাক, জেলা সম্পাদক বিশ্বজিৎ হালদার, যুগ্ম সম্পাদক কাজল সরকার, সহ সম্পাদকদ্বয় শুভাশীষ চক্রবর্তী ও মলয় রায়, দপ্তর সম্পাদক অরিন্দম গাঙ্গুলী, কোষাধ্যক্ষ শিশির পাল। তিমির বিশ্বাস, শান্তনু ব্যানার্জী, শ্যামল কুণ্ডু, সঞ্জয় দেবনাথ, সুজয় বক্সী, উৎপল বিশ্বাস জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য এবং আমন্ত্রিত সদস্য হিসেবে প্রদীপ বিশ্বাস, শঙ্কর ব্যানার্জী, অশোক কুমার কুণ্ডু, মানস সিংহ রায় ও প্রদীপ রাহা নির্বাচিত হয়েছেন।

সম্মেলন পরিচালনা করেন শান্তনু ব্যানার্জী ও অশোক কুমার কুণ্ডুকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। আন্তর্জাতিক সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের সমাপ্তি হয়। □

বর্ধমান

৬ষ্ঠ বেতন কমিশনের নিষ্ঠুর বঞ্চনার প্রতিবাদে, আগামী ৮ জানুয়ারি, ২০২০ ধর্মঘট সফল করা এবং রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির ১৯তম রাজ্য সম্মেলন আগামী ২৫-২৭ ডিসেম্বর, '১৯ বর্ধমান শহরে সফল করার লক্ষ্যে বর্ধমান জেলা শাখার ১৯তম জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে ১২ নভেম্বর, '১৯ কর্মচারীভবন, বর্ধমানে। সংগঠনের রক্তপতাকা উত্তোলন ও শহীদ বেদীতে মাল্যদানের কর্মসূচীর মধ্যে দিয়ে সম্মেলনের কাজ শুরু হয়। সম্মেলনের কাজ পরিচালনা করেন সুকুমার পাল, রীনা কোনার, নারায়ণ মিশ্রকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। সম্মেলন উদ্বোধন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী। ১২ই জুলাই কমিটির অন্যতম যুগ্ম আহ্বায়ক রনজিৎ দত্ত সম্মেলনের সফলতা কামনা করে বক্তব্য রাখেন। সম্মেলনে প্রতিবেদন পেশ করেন জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক বিদ্যুৎ দাস। খসড়া প্রস্তাবাবলী পেশ করেন অন্যতম সহ সম্পাদক চন্দন বিশ্বাস, সমর্থন করেন আরেক সহ সম্পাদক দেব কুমার দত্ত। আয় ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ শঙ্কর ভট্টাচার্য। ৮ জানুয়ারি, ২০২০ ধর্মঘটের সমর্থনে প্রস্তাব পেশ করেন ছায়া মণ্ডল সমর্থন করে বক্তব্য রাখেন অভিজিৎ রায়। প্রতিবেদন, খসড়া প্রস্তাবাবলী, আয়-ব্যয়ের উপর ৪ জন মহিলা সহ ৪৩ জন আলোচনা করেন এবং জবাবী ভাষণ দেন জেলা সম্পাদক করালী চ্যাটার্জী। সম্মেলন থেকে বর্ধমান পূর্ব ও পশ্চিম দুটি জেলা কমিটি গঠিত হয়েছে। পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির সম্পাদক করালী চ্যাটার্জী, যুগ্ম সম্পাদক বিদ্যুৎ দাস, সভাপতি অভিজিৎ রায়, কোষাধ্যক্ষ শঙ্কর ভট্টাচার্য এবং পশ্চিম বর্ধমান জেলা কমিটির সম্পাদক সুজিত মুখার্জী, যুগ্ম সম্পাদক কালীশঙ্কর ভট্টাচার্য, সভানেত্রী শর্মিষ্ঠা নন্দী, কোষাধ্যক্ষ মিলন বাউরী নির্বাচিত হয়েছেন। সম্মেলনে ২৯ জন মহিলা সহ ৩৮৩ জন প্রতিনিধি ও দর্শক উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলন শেষে প্রতিনিধিদের এক বর্ণাঢ্য মিছিল বর্ধমান শহর পরিক্রমা করে। □

দক্ষিণ ২৪ পরগনা

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা কমিটির ষোড়শ সম্মেলন বিগত ৮ ডিসেম্বর ২০১৯ বারুইপুর পদ্মপুকুরস্থিত জেলা সংগঠন দপ্তরে অনুষ্ঠিত হয় কমরেড নীলা দত্ত ও কমরেড তুলসী মুখার্জী নগরে, কমরেড রতন সাহা মঞ্চে। সম্মেলনের শুরুতে চারশতাধিক কর্মচারীদের নিয়ে একটি সুসজ্জিত মিছিল বারুইপুর শহর পরিক্রমা করে। সম্মেলনের প্রাক্কালে সংগঠনের রক্তপতাকা উত্তোলন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা কমিটির সভাপতি দেবাশীষ ব্যানার্জী। সম্মেলন উদ্বোধন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য তথা সংগ্রামী হাতিয়ার পত্রিকার সম্পাদক সুমিত ভট্টাচার্য। প্রতিবেদন পেশ করেন জেলা যুগ্ম সম্পাদক রজত সাহা, আয় ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ সুব্রত দেব। সম্মেলনে পাঁচটি প্রস্তাব পেশ করা হয়। সাম্প্রদায়ীকতার বিরুদ্ধে প্রস্তাব পেশ করেন জেলার অন্যতম সহ-সম্পাদক উৎপল শীল, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও বেসরকারীকরণের বিরুদ্ধে প্রস্তাব পেশ করেন অপর সহ-সম্পাদক কৌশিক মুখার্জী, কর্মচারীদের উপর অত্যাচার ও দমনপীড়ণের বিরুদ্ধে প্রস্তাব পেশ করেন সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য শক্তিময়ী হাজরা, ৮ জানুয়ারি ধর্মঘটের সমর্থনে প্রস্তাব পেশ করেন সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য দেবাশীষ রায়, নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রস্তাব পেশ করেন সহ-সভাপতি কৃষ্ণা দাস। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন, আয়-ব্যয়ের হিসাব, খসড়া প্রস্তাবংবলীকে সমর্থন জানিয়ে জেলার ৪টি মহকুমা ও বিভিন্ন সমিতির পক্ষ থেকে ২৩ জন প্রতিনিধি আলোচনা করেন। জবাবী বক্তব্য পেশ করেন জেলা সম্পাদক অঞ্জন বসু। সম্মেলনে ১৩ জন মহিলাসহ ২৪৮ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলন থেকে কৃষ্ণা দাসকে সভাপতি, রজত সাহাকে সম্পাদক, সুব্রত দেবকে যুগ্ম সম্পাদক, স্বরূপ মৈত্রকে কোষাধ্যক্ষ, সুরজিত ঘোষকে দপ্তর সম্পাদক করে ১৯ জনের সম্পাদকমণ্ডলী ও ৪৫ জনের জেলা কমিটি গঠন করা হয়েছে। দেবাশীষ ব্যানার্জী, কৃষ্ণা দাস ও দেবাশীষ পালকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী সভা পরিচালনা করেন। সম্মেলনের শুরুতে গণসঙ্গীত পরিবেশন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির বারুইপুর মহকুমার সাংস্কৃতিক টিম, সম্মেলনকে কেন্দ্র করে সংগঠনের পুরোধা নেতৃত্ব প্রয়াত কমরেড অজয় মুখোপাধ্যায় নামাঙ্কিত পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্রের উদ্বোধন হয় বিগত ৭ ডিসেম্বর বিকাল ৫টায়। উদ্বোধন করেন প্রবীণ নেতৃত্ব প্রবীর মুখার্জী। সম্মেলন মঞ্চে মিথ্যা মামলায় শাস্তিপ্রাপ্ত পরবর্তীতে বেকসুরজেলা সংগঠনের নেতৃত্বদের সম্বর্ধিত করা হয়। □

মালদহ

২৪ নভেম্বর '১৯ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি মালদা জেলা শাখার ১৯তম সম্মেলন মালদা কলেজ অডিটোরিয়ামের সানাউল্লাহ মঞ্চে অনুষ্ঠিত হলো। এদিন প্রথমেই কর্মচারীদের এক বর্ণাঢ্য মিছিল শহর পরিক্রমা করে কলেজ অডিটোরিয়ামে পৌঁছায়। সেখানে রক্তপতাকা উত্তোলন ও শহীদবেদীতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের সূচনা হয়। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমটির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য আশীষ ভট্টাচার্য। অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন শ্রমিক-শিক্ষক-কর্মচারী আন্দোলনের নেতা তথা জেলা ১২ই জুলাই কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক রতন ভাস্কর ও অন্যতম আহ্বায়ক দীপক পাল মজুমদার।

আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন অমিতাভ দাস। সম্মেলনে সর্বভারতীয় স্তরের ও রাজ্য স্তরের ২২ দফা দাবিসহ এনআরসি-র বিরুদ্ধে, হয়রানিমূলক বদলীর বিরুদ্ধে ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার ও ধর্মঘটের অধিকার রক্ষার দাবিতে এবং আগামী ৮ জানুয়ারি, ২০২০ ধর্মঘটের সমর্থনে প্রস্তাব উত্থাপন করেন সহ-সম্পাদক প্রশান্ত ঝা এবং হিমাংশু দে। সমর্থনে বক্তব্য রাখেন দপ্তর সম্পাদক অলোক সরকার এবং মীনা সাহা। সম্মেলনে ৩৯ জন প্রতিনিধির আলোচনার পর জবাবী ভাষণ রাখেন জেলা সম্পাদক সুবীর রায়। এরপরে সম্পাদকীয় প্রতিবেদন আয়-ব্যয়ের হিসাবসহ ২৬ দফা দাবি প্রস্তাব সম্মেলন থেকে গৃহীত হয়।

সম্মেলন থেকে প্রদীপ বাঘিড়াকে সভাপতি, সুবীর রায়কে জেলা সম্পাদক, হিমাংশু দেকে যুগ্ম সম্পাদক, অলোক সরকারকে দপ্তর সম্পাদক এবং অমিতাভ দাসকে কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত করে ৪৬ জনের জেলা কমিটি গঠিত হয়। সম্মেলন পরিচালনা করেন সুজিত চ্যাটার্জী, মলি দাস এবং প্রদীপ রঞ্জন বোসকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। □

অন্যান্য জেলা/অঞ্চলের রিপোর্ট পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

পশ্চিমবঙ্গ সেটেলমেন্ট কর্মচারী সমিতির ৬০-৬১তম রাজ্য সম্মেলন

গত ৭-৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ পশ্চিমবঙ্গ সেটেলমেন্ট কর্মচারী সমিতির ৬০-৬১তম রাজ্য সম্মেলন অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট নাট্যমন্দিরে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনকে কেন্দ্র করে শহরের নামকরণ করা হয় ডঃ অজিত ভূষণ ভট্টাচার্য নগর এবং মঞ্চের নামকরণ করা হয় কমঃ প্রদীপ প্রকাশ পান্ডার নামে। সম্মেলনের আগের দিন ভূ-উষ্ণায়নের বিরুদ্ধে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির দপ্তর প্রাঙ্গণে সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে 'বৃক্ষরোপণ' কর্মসূচী পালন করা হয়। ঐদিন বিকালে নাট্যমন্দির প্রাঙ্গণে 'বুকস্টল' উদ্বোধন করেন সমিতি ও রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক মনোজ কান্তি গুহ। সন্ধ্যায় স্থানীয় প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হয় সুস্থ সংস্কৃতির পক্ষে আবৃত্তি, গান ও নাটক।

৭ সেপ্টেম্বর, '১৯ সম্মেলনের প্রাক্কালে স্লোগানমুখরিত লাল পতাকায় এবং দাবি ব্যানার সজ্জিত বিশাল মিছিল বালুরঘাট শহর পরিক্রমা করে সম্মেলন প্রাঙ্গণে শহীদ বেদীর সামনে প্রতিনিধিরা উপস্থিত হন। সমিতির রক্তপতাকা উত্তোলন করেন সমিতির সভাপতি সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়। শহীদ বেদীতে মালদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন সমিতির সভাপতি উদ্বোধক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী, যুগ্ম সম্পাদক, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি, বর্তমান, প্রাক্তন নেতৃবৃন্দ, অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি, সম্পাদক, ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ এবং সমিতির সাধারণ সম্পাদক কিংশুক বিশ্বাস।

সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌরাঙ্গ রায়, মীনা সাহাকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী সম্মেলনের কাজ শুরু করেন। সভাপতিমণ্ডলীর পক্ষে সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় শোক প্রস্তাব পাঠ করেন ও নীরবতা পালনের মধ্যে দিয়ে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। সম্মেলন উদ্বোধন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী। তিনি বর্তমান পরিস্থিতির ইতিবাচক ও নেতিবাচক উপাদানসমূহকে ব্যাখ্যা করে প্রতিনিধিদের করণীয় প্রসঙ্গে পরামর্শ দেন এবং ৬১টি লাল বাতি জ্বালিয়ে সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

সম্মেলনে সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন সমিতির যুগ্ম সম্পাদক শেখর সমাদ্দার। আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন বিশ্বজিৎ কর্মকার। খসড়া প্রস্তাবাবলী পেশ করেন অন্যতম সংগঠন সম্পাদক উৎপল শীল। প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন সংগঠন সম্পাদক দিবাকর ধর। কর্মচারীদের বিভিন্ন দাবী-সম্বলিত প্রস্তাব পেশ করে বক্তব্য রাখেন অন্যতম সংগঠন সম্পাদক অভিজিৎ সরকার। সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি তথা যুগ্ম আহ্বায়ক, ১২ই জুলাই কমিটি, দক্ষিণ দিনাজপুর, জয়ন্ত চন্দ, জেলা ১২ই জুলাই কমিটির পক্ষে ভানু কিশোর দত্ত, জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে বক্তব্য রাখেন পলাশ দে, যুগ্ম সম্পাদক। সম্মেলনের উপস্থিত ১৯টি জেলার ২৭৫ জন প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে সম্পাদকীয় প্রতিবেদন, আয়-ব্যয়ের হিসাব এবং প্রস্তাবাবলীর উপর ৩১ জন আলোচনা করেন। সম্মেলনের প্রথমদিনের শেষ লগ্নে সমিতির মুখপত্র 'ভূমিজ'র সম্মেলন সংখ্যার উদ্বোধন করেন সমিতির প্রাক্তন সহ-সভাপতি আশীষ বাগচী। 'ভূমিজ'র বিশেষ সংখ্যা প্রকাশনা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন ভূমিজ সম্পাদক বিদ্যুৎ দাস। সম্মেলনে প্রগতিশীল পুস্তক বিপণন কেন্দ্র থেকে প্রতিনিধিরা ৫০,০০০ টাকার পুস্তক ক্রয় করেন। সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে বক্তব্য রাখেন সমিতির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক ও বর্তমানে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অন্যতম সহ সম্পাদক অনুপ বিশ্বাস। তিনি তার আবেগঘন বক্তব্যে প্রতিনিধিদের উৎসাহিত করেন। সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন অভ্যর্থনা কমিটির সম্পাদক তথা সমিতির দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলা সম্পাদক পার্থ সরকার। ক্রেডেনশিয়াল কমিটির রিপোর্ট পেশ করেন দপ্তর সম্পাদক স্নেহাশীষ পাল। আয়-ব্যয়ের হিসাবের উপর উত্থাপিত প্রশ্নের জবাবী ভাষণ দেন বিদায়ী কোষাধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ কর্মকার এবং প্রতিবেদনের উপর উত্থাপিত প্রশ্নাবলীর উপর জবাবী ভাষণ দেন বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক কিংশুক বিশ্বাস।

সম্মেলন থেকে ২৪ জন আমন্ত্রিত সদস্য সহ ৯৯ জনের কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়। ৫ জন আমন্ত্রিত সহ ২২ জনের কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী নির্বাচিত হয় এবং আগামী কার্যকালের জন্য সভাপতি সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়, সহ-সভাপতিদ্বয় মীনা সাহা, দিবাকর ধর, সাধারণ সম্পাদক কিংশুক বিশ্বাস, যুগ্ম সম্পাদক শেখর সমাদ্দার, সংগঠন সম্পাদকত্রয় উৎপল শীল, অভিজিৎ সরকার, তাপস চক্রবর্ত্তী, কোষাধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ কর্মকার, দপ্তর সম্পাদক স্নেহাশীষ পাল, সমিতির মুখপত্র 'ভূমিজ'র সম্পাদক বিদ্যুৎ দাস নির্বাচিত হন। □

সমিতির কর্মসূচী

কমরেড সুকোমল সেন স্মারক বক্তৃতা

গত ২২ নভেম্বর, ২০১৯ সুকোমল সেনের দ্বিতীয়প্রয়াণবার্ষিকীতে পশ্চিমবঙ্গ ডাইরেক্টরেট এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশনের উদ্যোগে কর্মচারী ভবনে 'কমরেড সুকোমল সেন স্মারক বক্তৃতা'-র আয়োজন করা হয়। সভায় প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক নিখিল রঞ্জন পাত্র। স্মারক বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল ''মানবিক মূল্যবোধ ও যুক্তিবাদের অবক্ষয় ---- কর্মচারী আন্দোলনের সমস্যা'। আলোচক ছিলেন অধ্যাপক সুবিমল সেন। অধ্যাপক সেন তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে বিগত তিন দশক ধরে কীভাবে মানবিক মূল্যবোধ ও যুক্তিবাদের অবক্ষয় ঘটছে এবং প্রায় এক দশক ধরে কীভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চারও অবক্ষয় চলছে তা ব্যাখ্যা করেন। কর্মচারী তথা শ্রমজীবী আন্দোলনের সামনে সার্বিক এই অবক্ষয় কীভাবে সমস্যা তৈরি করেছে তা বর্ণনা করে সচেতনভাবে পথে নেমে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পথ খুঁজে বার করার দিক নির্দেশিকা দেন। স্মারক বক্তৃতা সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিজয় শংকর সিংহ। সভাপতিত্ব করেন শাশ্বতবন্ধু মুখার্জী। □

প্যানেল আলোচনা

গত ৪ ডিসেম্বর, ২০১৯ পশ্চিমবঙ্গ ডাইরেক্টরেট এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে কমরেড কাজলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় প্রয়াণবার্ষিকী উপলক্ষ্যে স্বাস্থ্যভবন অডিটোরিয়ামে প্যানেল আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। শুরুতে কর্মসূচীর উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব বর্ণনা করেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক নিখিল রঞ্জন পাত্র। উদ্বোধক বিজয় শংকর সিন্হা রাজ্য সরকারী কর্মচারী সহ ছাত্র, যুব, মহিলা তথা সর্বস্তরের শ্রমজীবী মানুষের দাবিদাওয়া নিয়ে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির আন্দোলনের ঐতিহ্য তুলে ধরে সরকারের অমানবিক আক্রমণের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠার আহ্বান জানান। আলোচকদের আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল— 'ও আলোর পথযাত্রী— সংকটের কল্পনাতে হয়োনা ম্রিয়মান'। আলোচক— (১) সৃজন ভট্টাচার্য, রাজ্য সম্পাদক, এস এফ আই, (২) গার্গী চ্যাটার্জী, সহ সভানেত্রী, পশ্চিমবঙ্গ, সি আই টি ইউ, (৩) সায়নদীপ মিত্র, রাজ্য সম্পাদক, ডি ওয়াই এফ আই, (৪) চন্দন সেন, প্রগতিশীল নাট্যকর্মী ও নাট্য বক্তিত্ব। সঞ্চালক— সুমিত ভট্টাচার্য, সম্পাদক, সংগ্রামী হাতিয়ার। সভাপতিত্ব করেন শাশ্বতবন্ধু মুখার্জী। শুরুতে গণসঙ্গীত পরিবেশন করেন সমিতি ও লবণহ্রদ অঞ্চল কো-অর্ডিনেশন কমিটির সঙ্গীত শিল্পীগণ। □

Editor : SUMIT BHATTACHARYA | State Co-ordination Committee | Regd. No. : 18484/71
SANGRAMI HATIAR | 48th Year, 6th-7th Issue, October-November 2019 | Price : Two Rupees

২৭ নভেম্বর, ২০১৯ রাণী রাসমনি এভিনিউতে অনুষ্ঠিত শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের যৌথ সমাবেশের প্রস্তাব

কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলা থেকে আগত রাজ্য সরকারী কর্মচারী, বোর্ড-কর্পোরেশন-পঞ্চায়েত ও পৌরসভার শ্রমিক-কর্মচারী ও শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী এবং অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের এই সুবিশাল সমাবেশ গভীর উদ্বেগ ও বিপুল ক্ষোভের সাথে ঘোষণা করছে যে, ষষ্ঠ বেতন কমিশনের সুপারিশ কার্যকরী করার নামে রাজ্য সরকার, বেতন কমিশনের আওতাভুক্ত শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের ন্যায্য দাবী থেকে বঞ্চিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এই সমাবেশ এও লক্ষ্য করছে যে, রাজ্য সরকারী কর্মচারী ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী ব্যতিরেকে রাজ্য কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত অপরাপর অংশের শ্রমিক-কর্মচারী, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের বেতন-ভাতা সংশোধন সংক্রান্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ আদেশনামা প্রকাশে কাল-বিলম্ব করা হচ্ছে। রাজ্য সরকারের শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের স্বার্থবিরোধী এই ধরণের পদক্ষেপের বিরুদ্ধে এই সমাবেশ তীব্র প্রতিবাদ ব্যক্ত করছে এবং সারা রাজ্যের শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের কাছে প্রতিবাদে সামিল হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে।

কেন্দ্রীয় সরকারী শ্রমিক-কর্মচারীদের জন্য সপ্তম বেতন কমিশন গঠিত হওয়ার পর, ঐ প্রক্রিয়ার সাথে সঙ্গতি রেখে বিভিন্ন রাজ্যের শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের জন্যও বেতন কমিশন বা বেতন কমিটি গঠনের এযাবৎকালের যে স্বীকৃত পদ্ধতি, তাকে অনুসরণ করে অন্যান্য রাজ্যের সরকারগুলি বেতন কমিশন বা বেতন কমিটি গঠনে কালক্ষেপ না করলেও, আমাদের রাজ্যের সরকার কিন্তু এই বিষয়ে শুরু থেকেই অস্বাভাবিক 'ধীরে চল' নীতি গ্রহণ করে। ফলে ২০১৫ সালের নভেম্বর মাসে এই রাজ্যে যখন বেতন কমিশন গঠন করা হয়, তখন অন্যান্য রাজ্যে স্ব-স্ব বেতন কমিশনের কাজ জোর কদমে শুরু হয়ে গেছে। রাজ্য সরকারের শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের স্বার্থ বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গীর কারণে শুরুতেই যে বিলম্ব, সময়ের সাথে সাথে তা বাড়তে থাকে। যদিও বেতন কমিশন প্রাথমিক কাজগুলি সম্পাদনের প্রশ্নে নির্দিষ্ট সময়ভিত্তিক তৎপরতা দেখালেও পরবর্তীতে সম্ভবত রাজ্য সরকারের নির্দেশেই তার কাজের গতি শ্লথ করে এবং একসময় তা থেমেই যায়। এই অস্বাভাবিক বিলম্বের কোন যুক্তিগ্রাহ্য কারণ না দর্শিয়ে, বারবার বেতন কমিশনের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। স্বভাবতই পুঞ্জীভূত হতে থাকে শ্রমিক-কর্মচারী, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের উদ্বেগ, আশঙ্কা ও ক্ষোভ। কর্মচারী ও শিক্ষক সমাজের উল্লিখিত মানসিক প্রতিক্রিয়াকে ধারণ করেই, চাকুরি সংক্রান্ত বিধিসমূহের পরিধির মধ্যে থেকে, এই সমাবেশের আয়োজক সংগঠনগুলি অস্বাভাবিক বিলম্বের কারণ জানতে চেয়ে একাধিক পত্র প্রেরণ করে রাজ্য সরকার ও বেতন কমিশনের উদ্দেশ্যে। কিন্তু উভয় তরফ থেকেই কোন ক্ষেত্রেই সদুত্তর তো দূরের বিষয়, প্রাপ্তি স্বীকারের গণতান্ত্রিক সৌজন্যটুকুও দেখানো হয়নি। ফলে শুরু হয় রাস্তায় নেমে আন্দোলন। মিছিল-সমাবেশ -ধরণা- বিক্ষোভ কর্মসূচী-নবান্ন ও বেতন কমিশন দপ্তর অভিযান প্রভৃতি। এমনকি এই সময়কালে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় ধর্মঘটের দিনগুলিতে, সর্বভারতীয় দাবিসনদের সাথে বেতন কমিশন সংক্রান্ত দাবিগুলিকে যুক্ত করে, মুখ্য সচিবকে নিয়মমাফিক নোটিশ প্রদান করে ধর্মঘটেও অংশগ্রহণ করেন শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা। কিন্তু গণতন্ত্রের রীতিবিরুদ্ধভাবে এবং চাকুরী সংক্রান্ত বিধিসমূহকে লঙ্ঘন করে সরকারের তরফ থেকে বিভিন্ন সময়ে আন্দোলনরত শ্রমিক-কর্মচারী, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের ওপর নামিয়ে আনা হয় শো-কজের নোটিশ, নিয়মবিরুদ্ধ বদলির আদেশনামা, বিভিন্ন ফৌজদারি ধারায় মিথ্যা মামলা সাজানো, গ্রেপ্তার, বেতন কাটা ও ডাইস-ননের অনৈতিক প্রশাসনিক পদক্ষেপ।

অবশ্য এই স্বৈরতান্ত্রিক পদক্ষেপগুলিও স্তব্ধ পরতে পারেনি বহমান আন্দোলনের গতি। বরং সময়ের সাথে সাথে তা আরও বেশী শক্তি সঞ্চয় করেছে।

শ্রমিক-কর্মচারী, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের ক্ষোভ ও উদ্বেগকে পাথেয় করে নিম্ন স্বাক্ষরকারী সংগঠনগুলির না-ছোড় মনোভাবের কারণেই, অবশেষে বেতন কমিশন তার সুপারিশ রাজ্য সরকারের কাছে জমা দিয়েছে, এবং রাজ্য সরকার তার ভিত্তিতে রাজ্য সরকারী কর্মচারী ও পেনশনার্সদের জন্য 'রোপা রুলস' প্রকাশ করেছে। কিন্তু রোপা রুলস-এ এমন অনেকগুলি অসঙ্গতি রয়ে গেছে, যেগুলি বেতন কমিশনের আওতাভুক্ত শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের সম্পর্কে চূড়ান্ত নেতিবাচক মনোভাবের প্রতিফলন। আসলে শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের বেতন ও অধিকার সঙ্কোচনের নয়া উদারবাদী অর্থনীতির দাওয়াই, বিনা প্রশ্নে ও কৌশলী গোপনীয়তায় রূপায়ণ করছে এই রাজ্যের সরকার।

স্বভাবতই বেতন কমিশনের অসঙ্গতিসমুহ দূরীকরণ সংক্রান্ত নিম্নলিখিত দাবী সহ সাধারণ দাবী আদায়ে ধারাবাহিক ও বৃহত্তর লড়াইয়ে প্রস্তুতি গ্রহণের শপথ নিতে হবে এই সমাবেশ থেকে।

দাবিসমূহ

১। পে-কমিশনের সুপারিশ সংক্রান্ত রিপোর্ট সংগঠনগুলিকে প্রদান।
২। পে-কমিশনের অসংগতি সমূহ দূরীকরণ ও বাড়ীভাড়া ভাতা পূর্বের ন্যায় ১৫ শতাংশ হারে প্রদান করতে হবে। ০১.০১.২০১৬ থেকেই সংশোধিত বেতনের আর্থিক সুবিধা প্রদান করতে হবে।
(৩) সংশোধিত বেতন কাঠামোর সঙ্গে কেন্দ্রীয় হারে প্রাপ্য মহার্ঘভাতা দিতে হবে।
(৪) ন্যূনতম বেতন ১৮ হাজার টাকা করতে হবে।
(৫) ০১.০১.২০১৬ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পেনশনার্সদের পেনশনের বাস্তবসম্মত সমতাবিধান করতে হবে।
(৬) চুক্তিতে ও অস্থায়ী প্রথায় নিযুক্ত কর্মীদের নিয়মিতকরণ সাপেক্ষে সমকাজে সমবেতন দিতে হবে।
(৭) রাজ্য প্রশাসন, পঞ্চায়েত, পৌরসভা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারী বিধিবদ্ধ সংস্থাগুলির সর্বস্তরে শূন্যপদে স্থায়ী নিয়োগ করতে হবে।
(৮) ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার ও ধর্মগটের অধিকার সুনিশ্চিত করতে হবে। □

মিথ্যা মামলা থেকে বেকসুর খালাস সংগঠনের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নেতৃবৃন্দ

দীর্ঘ ৮ বছর পর সাজানো মামলা থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ৮ জন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতাকে মুক্তি দিল আলিপুর জেলা জজের আদালত। ২০১২ সালের ৫ এপ্রিল দক্ষিণ ২৪ পরগণার এডিএম তৎকালীন সংগঠনের জেলা সম্পাদক তন্ময় বিশ্বাসকে তাঁর অবসর গ্রহণের মাত্র ৯ মাস আগে দুরবর্তী ব্লকে বদলির আদেশনামা প্রকাশ করে। এই আইন বিরুদ্ধ আদেশনামা বাতিলের দাবি নিয়ে সংগঠনের পক্ষ থেকে ঐদিনই তার কাছে ডেপুটেশন দিতে যাওয়া হয়। ডেপুটেশন চলাকালীন শাসকদলের কিছু সমাজবিরোধী এডিএম-এর চেম্বারে ঢুকে ডেপুটেশনরত কর্মচারীদের উপর অত্যাচার করে এবং নিজেরাই চেয়ার-টেবিল ও জরুরী ফাইল ওলট-পালট করে দেয়। কর্মচারীদের এডিএম-এর চেম্বার থেকে বেরিয়ে এসে ডিএম-এর বাংলোয় গিয়ে প্রতিবাদপত্র জমা দিয়ে আসেন। এইদিন রাতেই ৮ জন নেতৃত্বের নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়। এদের মধ্যে ৪ জন ঘটনাস্থলে ছিলেন না। গ্রেপ্তারি এড়াতে বাধ্য হয়ে তাঁরা আত্মগোপন করেন। এদের মধ্যে তিনজন পরবর্তীতে গ্রেপ্তার হন। তাদের জেল হেফাজতে রাখা হয়। তাদের আগাম জামিনের আবেদন নিম্ন আদালত থেকে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত নামঞ্জুর করা হয়। পরবর্তীতে ৬জন জেলা থেকে জামিন পান এবং ২জন সরাসরি জামিন পান। এই ফৌজদারি হাজতবাসের কারণে নেতৃবৃন্দ বিপুল আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েন। অবশেষে সাড়ে সাত বছর পর তাদের সমস্ত অভিযোগ থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি দিল জেলা আদালত। প্রমাণিত হলো প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে প্রশাসন সেদিন মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করেছিল। আইনী লড়াইয়ে জয় হলো কর্মচারী আন্দোলনের। □

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি সংগঠন-সংগ্রাম-সম্মেলন

লবণহ্রদ

পুরুলিয়া

হাওড়া

বর্ধমান

ষষ্ঠ বেতন কমিশন

চার বছরের বঞ্চনার ম্যাচিওরিটি ভ্যালু

আপনার মনে আছে নিশ্চয়ই, যে আজ থেকে ঠিক চার বছর আগে ষষ্ঠ বেতন কমিশন গঠন করেছিল রাজ্য সরকার। এই ঘোষণায় আমরা খুশিই হয়েছিলাম এবং একদম সময় নষ্ট না করে, খুব দ্রুত আমাদের লিখিত বক্তব্য (মেমোরান্ডাম) কমিশনের কাছে জমা দিয়ে এসেছিলাম। এমনকি বেতন কমিশনও আমাদের ডেকে একপ্রস্থ আলোচনা সেরে নিয়েছিল। এই পর্যন্ত সব ঠিক ছিল। কিন্তু তারপরেই আমরা কি দেখলাম? দেখলাম বেতন কমিশনের নড়া-চড়া বন্ধ হয়ে গেল। আর ৬ মাসের সময়সীমা প্রথমে বেড়ে আরও ৬ মাস, তারপর কখনও ১ বছর, আবার কখনও ৬ মাস, এইভাবে বাড়তে বাড়তে ৪ বছরের গিয়ে ঠেকল বেতন কমিশনের সময় যত লম্বা হয়েছে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে আমাদের সকলের উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা আর আশঙ্কা। এমন দুশ্চিন্তাও হয়ত বা আপনার মনের কোণে উঁকি মারছিল, যে, বেতন কমিশন আদৌ দিনের আলো দেখবে তো? উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও আশঙ্কা থেকে সঙ্গত কারণে তৈরী হয়েছে ক্ষোভ।

আমরা বিভিন্ন সংগঠন, এই চারবছর চুপ করে বসেছিলাম, তা নয়। কর্মচারী, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী বন্ধুদের ন্যায়সঙ্গত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশের জন্য গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যে সুযোগগুলি রয়েছে, সেগুলিকে ব্যবহার করে, কখনও বেতন কমিশন, কখনও রাজ্য সরকারের দরজায় আমরা কড়া নেড়েছি। যদিও জবাব কিছুই পাওয়া যায়নি। উপরন্তু বদলি, গ্রেপ্তার, মামলা রজু করা সহ বিভিন্ন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নামিয়ে আনা হয়েছে। কিন্তু তাতেও না দমে, আমরা আমাদের সকলের স্বার্থে বারবার আওয়াজ উঠিয়েছি।

অবশেষে, আমাদের ধারাবাহিক বিক্ষোভ- প্রতিবাদ- আন্দোলনের চাপেই রাজ্য সরকার ও বেতন কমিশনের হিম-শীতল নীরবতার বরফ গলেছে, এবং বেতন কমিশন নামক গাছটিতে বেতন সংশোধনের ফল ফলেছে। আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলতে পারি—'Better late than never.' কিন্তু স্বস্তি ঐটুকুই। যে ফল ফলল, তা একেবারে গাছপাকা মিষ্টি বলা যাবে না। কাঁচা-পাকা ফলের মতই জায়গায় জায়গায় টক স্বাদ রয়ে গেছে। যেমন গ্রুপ-ডি কর্মচারীদের সর্বনিম্ন স্তরের সংশোধিত বেতনের পরিমাণ সুপ্রিম কোর্ট নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরির (১৮০০০ টাকা) থেকেও কম। তাছাড়াও কেন্দ্রীয় হারে বকেয়া মহার্ঘভাতার প্রসঙ্গটি (সংশোধিত বেতনক্রমের ১৭ শতাংশ) বেমালুম অদৃশ্য হয়ে গেছে। এতদিন তবু দুর্গাপুজোর বাৎসরিক কার্নিভালের মতন, আমরাও বছরে একবার, রাজ্য সরকারের খেয়াল-খুশি মতন (কেন্দ্রীয় হারে নয়) মহার্ঘভাতা পেতাম। কিন্তু 'রোপা'-য় প্রসঙ্গটির সম্পূর্ণ বিসর্জন দেওয়া হয়েছে। আবর ২০১৬-র ১ জানুয়ারি থেকে বেতন সংশোধন করা হবে। কিন্তু ২০১৯-র ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত পুরোটাই নোশনাল! কোন 'এরিয়ার পে' নেই? অথচ আজকে যাঁরা ক্ষমতায়, তাঁরা ২০১১-র আগে যখন ক্ষমতায় ছিলেন না, তখন 'মহার্ঘভাতা', 'এরিয়ার পে' নিয়ে কি বলেছিলেন, নিজেরা হয়ত ভুলে যাবার ভান করছেন। কিন্তু আমাদের তো মনে আছে।

বেতন সংশোধনের যে গুণিতক (ম্যাট্রিক্স) স্থির হয়, সব ধরণের ভাতার বৃদ্ধিও সেই হারে হয় বলে আমরা এতদিন জানতাম। কিন্তু এবারে তা হল না। ইচ্ছেমতন বাড়ানো হল ভাতা। বাড়িভাড়া ভাতার হার তো উল্টোপথে হেঁটে কমেই গেল। আবার প্রশাসনে স্থায়ী কর্মচারীদের পাশে বসেই প্রায় এই কাজ করেন চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীবন্ধুরা। তাঁদের কি হবে? কোন উত্তর নেই। বেতন কমিশনের আওতাতেই আছেন মাস্টারমশাইরা এবং বোর্ড-কর্পোরেশন- মিউনিসি- প্যালিটি ও পঞ্চায়েতের কর্মচারীরা। তাঁদের বেতন সংশোধনের আদেশনামা কবে প্রকাশিত হবে, কোনো উত্তর নেই। ২০১৫-র ৩১ ডিসেম্বর যাঁরা অবসর গ্রহণ করেছেন, তাঁদের ফিটমেন্ট ওয়েটেজ না দিলে, তাঁদের সাথে ২০১৬ পরবর্তী পেনশনার্সদের পেনশনের বিপুল ফারাক হয়েযাবে। অথচ এ প্রসঙ্গে কোনো কথা 'রোপা'-য় বলা নেই। পে-কমিশনের রিপোর্টের অন্য কোন পাতায়, এ ব্যাপারে কিছু বলা আছে কিনা আমরা জানি না। কারণ রিপোর্ট সরকার ফাইল-বন্দী করে রেখেছে, বাইরে আসেনি। এ এক ব্যতিক্রমী ঘটনা। যাঁদের জন্য বেতন কমিশন, তাঁরাই জানতে পারছেন না, বেতন কমিশনের সম্পূর্ণ রিপোর্টে কি রয়েছে।

স্বভাবতই এই 'রোপা'-১৯-র ফল খেয়ে আহ্লাদিত হতে আমরা পারছি না। কারণ বহু বিষয় এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে, যেগুলি আমাদের অর্জিত অধিকারের সাথে জড়িত, সরকারের মর্জির দাস নয়। তাই বিগত ২৭ নভেম্বর '১৯, বেলা ২টায় আমরা যৌথভাবে রাণী রাসমণি রোডে এক বিশাল সমাবেশ করেছি। সেখান থেকে একটি প্রতিনিধি দল মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশন দিতে গিয়েছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই মুখ্যমন্ত্রী দেখা করেননি। সরকারের পক্ষ থেকে নমো নমো করে দাবিপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে। এই সমাবেশে মুর্শিদাবাদ সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলা থেকে ব্যাপক সংখ্যায় কর্মচারী, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী এসেছিলেন। □

সম্পাদক ঃ সুমিত ভট্টাচার্য
সহযোগী সম্পাদক ঃ মানস কুমার বড়ুয়া
যোগাযোগ ঃ দূরভাষ-২২৬৪-৯৫৯৩, ২২৬৫-০৯২৬ ফ্যাক্স ঃ ০৩৩-২২১৭-৫৫৮৮
ই-মেল ঃ sangramihatiar@gmail.com
ওয়েবসাইট ঃ www.statecoord.org
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে অজয় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১০-এ শাঁখারীটোলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৪, হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কোঃ অপঃ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিঃ ১৩ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত।